মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৪র্থ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা

মার্চ ২০২২ ঈসায়ী

রজব-শা'বান ১৪৪৩ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাব মসজিদ, কাতার

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব

৪র্থ বর্ষ, ১২ তম সংখ্যা

মার্চ : ২০২২ ঈসায়ী

রজব-শা'বান ১৪৪৩ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো: রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

শাইখ আবদুল্লাহ বিন শাহেদ মাদানী

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com

www.jamiyat.org.bd

www.ahlahadith.net.bd

https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
مجلة ترجمان الحديث الشهرية
রেজি নং ডি.এ. ১৪২
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন
- জুমুআর দিবস-গুরুত্ব, ফযীলত ও করণীয়.....০৩
  শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস
- শা'বান মাসে করণীয়.....০৬
  শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়
- রামাযানের বার্তা নিয়ে শা'বান মাসের আগমন; এখনই প্রস্তুতি গ্রহণের সময়.....০৯

প্রবন্ধ :
- ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাওহীদ ও আকীদাহ..১০
  ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
- শবে মিরাজ উদযাপনের হুকুম ও শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত্রি (শবে বারাত) উদ্‌যাপনের হুকুম ১৫
  মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান
- সফরের আদব ও আহকাম.....২৩
  শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
- দা'ওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা ২৫
  শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক
- "ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের জন্য স্থায়ী সুখের প্রতি আমাদের অবহেলা".....২৯
  মো: আবুল খায়ের
- "একটি পূর্ণাঙ্গ দু'আর রূপরেখা".....৩২
  আবু আনাস আমিন আশরাফ
- ইসলামে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারনীতি.....৩৭
  ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ

শুব্বান পাতা
- বিদ'আত চেনার ২৩টি মূলনীতি ৪০
  সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব

কবিতার সমাহার.....৪৫
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল.....৪৬

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

জুমুআর দিবস-গুরুত্ব, ফযীলত ও করণীয়

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী❖

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ : হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আযান দেয়া হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা বর্জন কর; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[১]

সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

দিবসটির নামকরণের যৌক্তিকতা : جُمُعَةٌ শব্দটি جَمْعٌ শব্দ থেকে গৃহিত, যার অর্থ একত্রিকরণ। আর এই দিনটি হলো মুসলিমদের জুমু'আর সালাত আদায়ের জন্য একত্রিত হওয়ার দিন। তাই এই দিনটিকে "ইয়াওমুল জুমু'আহ বা জুমু'আর দিন" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, এই দিনে সকল মাখলুকের সৃষ্টিকার্য পূর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ৬ দিনে সারা জগত বানিয়েছেন, তার ৬ষ্ঠ দিনটি ছিল জুমু'আর দিন।[২]

আরো বর্ণিত হয়েছে, যেসব দিনে সূর্য উদয় হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হচ্ছে জুমু'আর দিন। এই দিনে আদম (আলাইহিস সালাম) সৃজিত হন, এই দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই দিনেই জান্নাত থেকে পৃথিবীতে দেয়া হয়। আর কিয়ামত এ দিনেই সঙ্ঘটিত হবে।[৩] এসব প্রেক্ষিতে দিবসটির নামকরণ করা হয়েছে, ইয়াওমুল জুমু'আহ বা জুমু'আর দিন।

শাব্দিক বিশ্লেষণ: نُودِيَ অর্থ, ডাকা হয় বা আহবান করা হয়। এখানে আযান বুঝানো হয়েছে। فَاسْعَوْا শব্দের অর্থ, দৌড়ান। তবে আলোচ্য আয়াতে দৌঁড়নোর অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এখানে কোনো কাজ গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সালাতের জন্য দৌঁড়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: প্রশান্তি ও ধীরে সুস্থে সালাতের জন্য গমন কর।[৪]

তাহলে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, জুমু'আর দিনে যখন আযান দেয়া হবে তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে গুরুত্ব সহকারে ধাবিত হও। অর্থাৎ সালাত ও খুতবার উদ্দেশে বেরিয়ে পড় এবং কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়ে মসজিদ পানে অগ্রসর হও। যেমন : উমর ইবনুল খত্তাব ও আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কিরাআতে فَاسْعَوْا এর স্থলে فامضوا শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ, যখন জুমু'আর সালাতের আযান দেয়া হয় তখন খুতবা ও সালাতের জন্য গমন কর।

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন: আল্লাহর কিতাবে سعى এর অর্থ হলো আমল বা কাজ। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ-সূরা বাকারা আয়াত: ২০৫

وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ- সূরা আবাসা আয়াত: ৮

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ-সূরা নাযিআত আয়াত: ২২

এ সবগুলোরই অর্থ হলো: কোনো কাজ সম্পাদন বা বাস্তবায়ন করা।

দিবসটির গুরুত্ব ও ফযীলত : আল্লাহর বাণী : فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (তোমরা ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশে যত্নসহকারে ধাবিত হও বা গমন কর) এ নির্দেশ দ্বারা বিশেষভাবে দিবসটির গুরুত্ব বহন করে, পাশাপাশি দিবসটি

❖ *সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা*

[১] *সুরা জুমুআহ আয়াত: ৯*

[২] *সহীহ মুসলিম হা: ২৭৮৯*

[৩] *সহীহ মুসলিম হা ৮৫৩*

[৪] *সহীহ বুখারী হা: ৬৩৬, সহীহ মুসলিম হা: ৬০২*

কেন্দ্রিক ফযীলতের যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসবই জুমু'আর দিবসের গুরুত্ব আরোপকারীও বটে। ফযীলত সংক্রান্ত অনেক হাদীস রয়েছে, যা থেকে মাত্র কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(১) রাসূল ﷺ-এর বাণী:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এ দিন আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে এবং এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়।[৫]

(২) রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" . قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ.

জুমু'আর দিনের মধ্যে অবশ্যই এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলিম আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি বলেনঃ সে মুহূর্তটি অতি স্বল্প।[৬]

(৩) নবী ﷺ বলেছেন:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আহ থেকে আর এক জুমু'আহ এবং এক রমাযান থেকে আর এক রমাযান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফ্ফারাহ হয়ে যাবে যদি কাবীরাহ গুনাহ হতে বেঁচে থাকে।[৭]

(৪) নবী করীম ﷺ বলেছেন:

إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য।[৮]

(৫) আরো বর্ণিত হয়েছে:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

জুমু'আর দিনে এমন বারোটি মুহূর্ত রয়েছে, এমন কোন মুসলিম বান্দা পাওয়া যাবে না, যে ঐসব মূহূর্তে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাইবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না। অতএব, তোমরা ঐ মূহূর্তগুলোকে আসরের পর শেষ সময়ে অনুসন্ধান কর।[৯]

(১) **দিবসটিতে করণীয় :** জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে সূরা আস্-সাজদাহ ও সূরা দাহর পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূল ﷺ জুমু'আর দিবসে ফজরের সালাতে এ সূরা দু'টো পাঠ করতেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.

রাসূল ﷺ জুমু'আর দিন ফজরের সালাতে সূরা আস্-সাজদাহ ও 'হাল আতা 'আলাল ইনসানি হীনুম-মিনাদ্দাহরি পাঠ করতেন।[১০]

(২) সূরা কাহফ পাঠ করা: নবী ﷺ বলেছেন:

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরা আল-কাহফ পড়বে, তার জন্য এ জুমু'আহ হতে আগামী জুমু'আহ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে।[১১]

---

[৫] *সহীহ মুসলিম হা: ৮৫৪*
[৬] *সহীহ মুসলিম হা: ৮৫২*
[৭] *সহীহ মুসলিম হা: ২৩৩*
[৮] *ইবনু মাজাহ হা: ১০৯৮*
[৯] *নাসাঈ হা: ১৩৮৯*
[১০] *আবু দাউদ হা: ১০৭৪*

(৩) এই দিবসে রাসূল ﷺ-এর ওপর বেশি করে দরূদ পাঠ করা। রাসূল ﷺ বলেছেন:

أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

তোমরা আমার উপর জুমু'আর রাতে ও দিনে বেশি করে দুরূদ পাঠ কর, যে এমনটি করবে আমি কিয়ামত দিবসে তার জন্য সাক্ষদাতা বা সুপারিশকারী হব।[১২]

(৪) জুমু'আর দিনে গোসল করা, মিসওয়াক করা, সুন্দর কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা : আল্লাহর নবী করীম ﷺ বলেছেন:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ফরয গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য একটি উট সাদাকা করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গরু সাদাকা করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা সাদাকা করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী সাদাকা করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম সাদাকা করল। অতঃপর ইমাম যখন খুতবা দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ খুতবা শ্রবণ করেন।[১৪]

(৫) সকাল সকাল জুমু'আয় যাওয়া:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমু'আর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাবে, সেখানে (সামনে যাওয়ার জন্য) লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত সালাত আদায় করে ইমামের খুতবার জন্য বের হওয়া থেকে সালাত শেষ করা সময় পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করবে- তাহলে এটা তার জন্য এ জুমু'আহ ও তার পূর্ববর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আবূ হুরায়রাহ ﷺ বলেন, আরো অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহেরও কাফ্ফারা হবে। কেননা নেক কাজের সওয়াব (কমপক্ষে) দশ গুণ হয়ে থাকে।[১৩]

সুধী পাঠকবর্গ! দারসের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জুমুআর দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযীলতময়। তাই দিবসটির ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত যত্নশীল হওয়া দরকার এবং দিবসটির করণীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারে আরো বেশি করে অগ্রগামী হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে দুআ কবুলের সময়গুলোতে বেশি করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, সে তাওফীক আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রদান করুন। আমীন॥

☑ পিতা-মাতার জন্য দু'আ

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত: ২৪)

[১১] *সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৬, ইরওয়া ৬২৬, সহীহ আত তারগীব ৭৩৬, হাকেম-১/৫৬৪*
[১২] *বায়হাকী হা: ৫৭৯০*
[১৩] *আহমাদ (৩/৮১), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৬২) মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক সূত্রে*
[১৪] *সহীহ বুখারী হা: ৮৮১, সহীহ মুসলিম হা: ৮৫০*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

শা'বান মাসে করণীয়

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

অনুবাদ : আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একাধারে এত অধিক সওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সওম পরিত্যাগ করবেন না। আবার কখনো এত অধিক সময় সওম পালন থেকে বিরত থাকতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সওম পালন করবেন না। আমি নাবী (ﷺ)-কে রামাযান ব্যতীত কোনো পুরা মাসের সওম পালন করতে দেখিনি এবং শা'বান মাসের চেয়ে কোনো মাসে এত অধিক (নফল) সওম পালন করতে দেখিনি।

রাবী পরিচিতি :

নাম : 'আয়িশাহ বিনতু আবী বাকর ইবনু কুহাফাহ।

উপনাম : উম্মু আব্দুল্লাহ

উপাধী : সিদ্দিকাহ, হুমাইরাহ।

নাবী (ﷺ)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী।

জন্ম : নাবী (ﷺ) নবুয়াত প্রাপ্তির পর ৪র্থ কিংবা ৫ম বৎসরে মাক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। নাবী (ﷺ)-এর সান্নিধ্যে থাকার ফলে অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি মহিলাদের মাঝে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীরূপে পরিগণিত হন। মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উম্মাতের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানে গুণান্বিত এমন মহিলা আর দ্বিতীয়টি নেই। আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা যারা রসূলের সাহাবা তারা কোনো হাদীসের বিষয়ে সঙ্কটে নিপতিত হয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলে আমরা তার সমাধান পেয়ে যেতাম।

ইমাম যুহরী বলেন: এ উম্মাতের সকল মহিলার ইলম একত্রিত করা হলেও আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ইলম তাদের ইলমের তুলনায় বেশি হবে। তার ফযীলত সম্পর্কে স্বয়ং নাবী (ﷺ) বলেন: মহিলাদের ওপর আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মর্যাদা এ রকম যেমন: সারীদ এর মর্যাদা সকল খাদ্যের ওপর। তিনি নাবী (ﷺ) থেকে দুই হাজারেরও অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে তার বরাতে ১৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে তার বরাতে ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৬৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ৬৪ বৎসর বয়সে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতকালে ৫৮ হিজরীর রামাযান মাসে মাদীনায় ইন্তেকাল করেন। বাকী নামক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান।

হাদীসের ব্যাখ্যা : يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ তিনি এত অধিক নফল সিয়াম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি সিয়াম ছাড়বেন না। অর্থাৎ নাবী (ﷺ) কোনো কোনো মাসে ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করতে থাকতেন। এতে এ ধারণা হতো যে, হয়তো বা তিনি বিরামহীনভাবে সিয়াম পালন করেই যাবেন। তিনি আর সিয়াম পরিত্যাগ করবেন না। وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ আবার কখনো তিনি সিয়াম পালন করা এমনভাবে পরিত্যাগ করতেন তাতে মনে হতো যে, হয়তো বা তিনি এ মাসে আর (নফল) সিয়াম পালন করবেন না। অর্থাৎ তিনি নফল সিয়াম পালন করতেন অনিয়মিতভাবে। কোনো বিশেষ নিয়মে তা পালন করতেন না। যখন মনে চাইত তিনি সিয়াম পালন করতেন। আর যখন ইচ্ছা হতো সিয়াম হতে বিরত থাকতেন। তবে উযর ব্যতীত তিনি আইয়ামে বীযের সিয়াম পরিত্যাগ করতেন না।

* মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ আর শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোনো মাসে তাকে এত অধিক নফল সিয়াম পালন করতে দেখিনি। তিনি প্রত্যেক মাসেই নফল সিয়াম পালন করলেও শা'বান মাসে সবচাইতে বেশি নফল সিয়াম পালন করতেন। এক বর্ণনায় রয়েছে। إنه كان يصوم شعبان كلـه তিনি শা'বান মাস পুরাটাই নফল সিয়াম পালন করতেন। আয়িশাহ ﵂ হতে মুসলিমে বর্ণিত আছে- كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا- অল্প কিছুদিন বাদে তিনি পুরা শা'বান মাসই সিয়াম পালন করতেন।[১৫]

আসলে ওপরে বর্ণিত এ দুই বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। যেমনটি ইমাম ইবনুল মুবারক বলেন: আরব ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা বলা বৈধ আছে যে, কোনো মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করলে বলা যায় যে, তিনি পুরা মাস সিয়াম পালন করেছেন। কেননা আরবদের বাকরীতি এমনই। আবার ইমাম তীবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, নাবী ﷺ কোনো বছর পুরা শা'বান মাসই সিয়াম পালন করেছেন, আবার কোনো বছর এ মাসের অধিকাংশ দিন সিয়াম পালন করেছেন। বর্ণনাকারীগণ এ উভয়টি বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি পুরা মাস সিয়াম করেছেন বলতে বুঝায় যে, তিনি কখনো মাসের শুরুতে সিয়াম পালন করেছেন, আবার কখনো মধ্য মাসে সিয়াম পালন করেছেন। আবার কখনো মাসের শেষভাগে সিয়াম পালন করেছেন। মোটকথা হলো, তিনি ﷺ শা'বান মাসে বেশির ভাগ দিনে সিয়াম পালন করেছেন। রামাযান মাস ব্যতীত তিনি কখনোই পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করেননি।

এ মাসে নাবী ﷺ-এর অধিক সিয়াম পালন করার হিকমাত নিয়েও মতভেদ রয়েছে।

(১) তিনি প্রত্যেক মাসেই তিনদিন সিয়াম পালন করতেন। কিন্তু কোনো কারণবশত যদি তিনি তা পালন করতে সক্ষম না হতেন তাহলে সে সিয়ামগুলো জমা করে তা শা'বান মাসে পালন করতেন।

(২) রামাযান মাসের সম্মানার্থে তিনি শা'বান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন।

(৩) রামাযানের সিয়াম পালন করা যেহেতু ফরয তাই ঐ মাসে কোন নফল সিয়াম পালন করার সুযোগ নেই। তাই তিনি শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন করতেন।

(৪) উসামা ইবনু যায়দ হতে নাসায়ী এবং তিরমিযীতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন:

وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

এটা এমন এক মাস যে মাসে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সমীপে বান্দার আমল উপস্থাপন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার সিয়াম পালন আবস্থায় যেন আমার আমল আল্লাহর নিকট উপস্থাপিত হয়।[১৬]

হাদীসের শিক্ষা:

(১) সকল মাসেই নফল সিয়াম পালন করা নাবী ﷺ এর সুন্নাত

(২) শা'বান মাসে অধিকহারে নফল সিয়াম পালন করা।

(৩) রামাযান মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসের চাইতে শা'বান মাসের মর্যাদা বেশি।

(৪) এ মাসেই বান্দার বাৎসরিক আমল আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়।

অতএব শা'বান মাসে অধিকহারে নফল সিয়াম পালন করা উচিত। তবে এ মাসে মানুষের ভাগ্য বণ্টন হওয়ার যে কথা সমাজে প্রচলিত আছে এবং কিছু যঈফ হাদীস দ্বারা সমর্থিত তা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস আমল করা যায় তবুও তা শর্তযুক্ত।

(১) তা যেন অধিক দুর্বল না হয়।

(২) কুরআন ও সহীহ হাদীসবিরোধী না হয়।

অতএব ভাগ্য বণ্টনের বিষয়টি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১৫] সহীহ মুসলিম হা: ১১৫৫, ইবনু মাযাহ হা: ১৭১০

[১৬] নাসায়ী হা: ২৩৫৭ হাদীসটি হাসান

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ○ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ○ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

অবশ্যই আমরা উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। অবশ্যই আমরা সতর্ককারী ঐ রাতে সকল প্রজ্ঞাপণ বিষয় স্থির করা হয় আমাদের নির্দেশক্রমে। অবশ্যই আমরা রাসূল প্রেরণকারী।[১৭]

কুরআন অবতীর্ণ (শুরু) করা হয়েছে লাইলাতুল কদরে। অতএব বরকতময় রাত হল কদরের রাত। ঐ রাতেই সবকিছু স্থির করা হয় মহান আল্লাহর নির্দেশে। এটা আল্লাহরই বক্তব্য। আর সর্বজনবদিত যে, কদরের রাত রামাযান মাসে, শা'বান মাসে নয়। অতএব, ভাগ্যরজনী নিসফে শা'বান তথা মধ্য শা'বানের রাত্রি নয় বরং তা রামাযান মাসের কদরের রাত। সুতরাং মধ্য শা'বানে ভাগ্য পরিবর্তন তথা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য মধ্য শা'বানে রাত জাগরণ করে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করা ব্যর্থচেষ্টা মাত্র। তবে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনার জন্য যে কোনো মাসেই, যে কোনো শেষ রজনীতে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। বিশেষ করে রামাযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে।

এছাড়াও আরো কিছু বিদ'আত আমাদের দেশে চালু আছে। মধ্য শা'বানে হালুয়া-রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করা, আতশবাজী করা, দল বেঁধে কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কবর যিয়ারত করা একটি সুন্নাত কাজ এবং তার উদ্দেশ্য হলো পরকালকে স্মরণ করা। কিন্তু আমাদের দেশে মধ্য শা'বানের রাতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের কবর যিয়ারত না করে মাজার যিয়ারতের নামে পীর-দরবেশের মাজারে গিয়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট কিছু প্রার্থনা করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে শিরকে আকবর। তথা ঈমান ধ্বংসকারী শিরক। যা থেকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। অথচ সর্বশেষ নাবীর উম্মাত হয়ে শিরক নির্মূল না করে আমরা নিজেরাই ইসলামের নামে শিরকে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ঈমানের সর্বনাশ করছি। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীস বুঝে তা আমল করার তাওফীক দান করুন এবং শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহীদের উপর অটল থাকার সুমতি দান করুন। আমীন॥ ▣▣

[১৭] সূরা দুখান আয়াত: ৩-৫

☑ শিশু মাইয়্যিতের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ 'আলহুলানা ফারাতাওঁ ওয়া সালাফাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরা।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে আমাদের জন্য প্রস্তুতির, স্থলাভিষিক্তের, সম্বলের ও প্রতিদানের বস্তু করে দাও। *(সহীহ বুখারী, সুনান বায়হাকী)*

☑ লাশ কবরে রাখার সময় দু'আ

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

(উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।)

অর্থ: মহান আল্লাহ্‌র নামে ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী লাশ কবরে রাখছি। *(সুনান আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.

(উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লাহি ওয়া 'আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ।)

অর্থ: মহান আল্লাহ্‌র নামে ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত অনুযায়ী লাশ কবরে রাখছি। *(সুনান ইবনে মাজাহ)*

☑ কবর যিয়ারতের সময় দু'আ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

(উচ্চারণ: আস্‌সালামু 'আলাইকুম আহ্‌লাদ্‌ দিয়ারি মিনাল ম'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা'আল্লাহু বিকুম লাহিকূন, নাস্‌ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল 'আফিয়াতা।)

অর্থ: হে নির্জন গৃহের বাসিন্দা মু'মিন মুসলমানগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, ইনশা'আল্লাহ্‌ আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হব। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিরাপত্তা কামনা করছি। *(সহীহ মুসলিম)*

সম্পাদকীয়

রামাযানের বার্তা নিয়ে শা'বান মাসের আগমন; এখনই প্রস্তুতি গ্রহণের সময়

الافتتاحية

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিগত দুই বছরে আমরা বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বব্যাপী করোনার ভয়াবহ তাণ্ডব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে মারাত্মক ধস, শ্রমবাজারে বেকারের মিছিল, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্দ্ধগতি, তেলের বাজারে অস্থিরতা, মধ্যপ্রাচ্যে জাতিগত সঙ্ঘাত, রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসন, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা, শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি। এত কিছুর পরও জীবন থেমে থাকেনি, থেমে থাকেনি দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম। মুমিন জীবনে সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ নির্ভরতা সবচেয়ে বড় শক্তি ও প্রশান্তি। মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে সব কিছু ফায়সালা হয় আসমানে। পরিস্থিতি মূল্যায়নে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গী, এসবই ঈমানের জন্য পরীক্ষা 'আর নিশ্চয়ই কষ্টের পরেই রয়েছে উত্তরণ'। তাই আমাদের ধারণা, বৈশ্বিক বিপর্যয় কাটিয়ে মানুষ হয়ত স্বল্পসময়ের মধ্যেই ফিরে যাবে আপন আপন কর্মযজ্ঞতায়, প্রাণচঞ্চলতায় ভরে উঠবেন সকল জনপদ। জীবন যেমন থেমে থাকে না, সময়ও তেমনি বসে থাকে না। তাইতো বছর ঘুরে পশ্চিমাকাশে বিকশিত হয়েছে নতুন চাঁদ: শা'বান মাসের চাঁদ। যে মাস সুসংবাদ বহন করে রামাযানের আগমনের। যে মাস বার্তা দেয় রামাযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের। সেজন্যই বলা হয় শা'বান মাস রামাযানের পূর্বাভাস। শা'বান শুরু হলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এ মাসের প্রথম অংশে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন। এ যেন রামাযানের রোযার প্রশিক্ষণ। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও শাবান মাসে রামাযানের প্রস্তুতির প্রাণচঞ্চলতা পরিলক্ষিত হত। বর্তমানেও মক্কা-মদীনার শায়খদের আলোচনায়, দাওয়াতী কাজে ও কর্মতৎপরতায় রামাযানের প্রস্তুতির বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। আল-হামদু লিল্লাহ, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সব সময়ই রামাযানের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে শা'বান মাসে। দাওয়াতী প্রোগ্রাম আয়োজন, রামাযানের তোহফা, ক্যালেন্ডার সময়সূচি বের করা, ঘরে ঘরে এসব রামাযান সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম শা'বান মাসেই শেষ করে। এবারে রামাযানে আরো বেশি দাওয়াতী কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে জেলার দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত। জমঈয়তের এ উদ্যোগকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের মধ্যে একশ্রেণির আলেম রয়েছেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে পরিহার করে শা'বান মাসের একটি বিশেষ রজনী 'শবেবরাত' নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। জাল-যঈফ হাদীসের দ্বারা ঐ রাতের এত বেশি ফযিলত মর্যাদা বয়ান করেন, যার কিঞ্চিত মাত্রও কুরআন হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ রাত পালনের জন্য এত বেশি প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় যে, সাধারণ মুসলিমগণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যান। শবেবরাত নামে প্রচলিত এ রাতের বানোয়াট ইবাদতের সন্ধান সাহাবাগণ, তাবেঈগণ, আয়িম্যায়ে মাযাহেব, সালফে-সালেহীনগণ এমনকি বর্তমানের আরব শাইখগণ কেউ পেলেন না, পেলেন আমাদের দেশের কতিপয় আলেম শবে বরাতের বিশেষ সালাত ও ইবাদত। অথচ সকল সহীহ আক্বিদা, সহীহ সুন্নাহর অনুসারী আলেমদের নিকট এ রাতের বিশেষ ফযিলত ও আমল সবই বিদ'আত। সুতরাং আমরা অনুরোধ করব কুরআন হাদীসে নেই এমন আমল থেকে নিজেকে পরহেজ করা ও অপর দীনী ভাইকে সচেতন করা। এটি আমাদের সকলের দায়িত্ব। বিদ'আতী আমল আল্লাহর নিকট সবসময়ই অগ্রহণযোগ্য। পরিত্যাজ্য মূল্যহীন বিদ'আতী আমল যা 'শবেবরাতে' আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে তা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য। পাশাপাশি আমরা ঐসব ব্যবসায়ীর প্রতি অনুরোধ রাখব, যারা রামাযান আসলেই সিন্ডিকেট করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অধিক মুনাফায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের উদ্দেশ্যে বলব; আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন, মানুষকে ভালবাসুন, মানুষের কল্যাণে সম্ভব হলে কিছু ছাড় দিয়ে জান্নাতের সম্বল সংগ্রহ করুন। আসুন! আমরা আসন্ন রামাযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন। ▣▣

ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং তাওহীদ ও 'আকীদাহ

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

(পূর্ব প্রকাশের পর থেকে)

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের পরিচয় :

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বিষয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁর সকল গ্রন্থেই তিনি এ বিষয়ে কমবেশি আলোকপাত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলতে বোঝায়, কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তা'আলার যেসব নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে তা হুবহু সাব্যস্ত করা এবং ঘোষণা করা যে, তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণে তিনি একক। তিনি বলেন,

التَّوْحِيدُ فِي الصِّفَاتِ - فَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَتْهُ بِهِ رُسُلُهُ : نَفْيًا وَإِثْبَاتًا ؛ فَيُثْبِتُ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ وَيَنْفِي عَنْهُ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ .

"তাওহীদুস সিফাতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহর ক্ষেত্রে সেসব গুণের বর্ণনা দেওয়া, যেসব গুণের বর্ণনা স্বয়ং তিনি নিজের ক্ষেত্রে দিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলগণ দিয়েছেন। এ মূলনীতি তাঁর সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এবং নাকচ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করতে হবে আর যা নিজের থেকে নাকচ করেছেন তা নাকচ করতে হবে।"[১৮]

তিনি আরো বলেন,

فَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ اللهِ تَعَالَى : مِنْ "أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ" مِمَّا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ عَنْهُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ؛ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ.

"আল্লাহ তা'আলার যেসব নাম ও গুণের বর্ণনা তিনি নিজে কুরআনে দিয়েছেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সহীহ সুন্নাহতে প্রমাণিত, তা বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। এর ওপরই ছিলেন পূর্ববর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যারা তাদের সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন।"[১৯]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের মূলনীতি হচ্ছে দুটি :

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে যেসব নাম ও গুণ বর্ণিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করা।

২. কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব নাম ও গুণ নাকচ করা হয়েছে এবং যেসব নাম ও গুণ আল্লাহ তা'আলার কামালিয়াত বিরোধী, তা নাকচ করা।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ যেসব বিষয় নাকচ করেছেন

১. তাশবীহ বা সাদৃশ্য দেওয়া : আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে একটি ফিরকা হলো মুশাব্বিহাহ। তারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে মাখলূকের নাম ও গুণাবলীর সঙ্গে তাশবীহ বা সাদৃশ্য প্রদান করে। যা স্পষ্ট কুফুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

فلا ريب أن أهل السنة والجماعة والحديث من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم متفقون على تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق وعلى ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه

❖ *সেক্রেটারী জেনারেল- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার ঢাকা।*

[১৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ৩, পৃ. ৩*

[১৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া, খ. ৫, পৃ. ১৫৬; মাজমুআতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল, খ. ১, পৃ. ১৮৮*

"নিঃসন্দেহ মালিকী, শাফিয়ী, হানাফী ও আহমাদ ইবন হাম্বালের অনুসারীগণসহ অন্যান্য আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ আল্লাহ তা'আলাকে মাখলূকের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ঘোষণা করার ব্যাপারে একমত। তারা সকলেই আল্লাহর গুণাবলীকে মাখলূকের গুণাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্য প্রদানকারী মুশাব্বিহদের নিন্দা করেছেন।"[২০]

মুশাব্বিহদের মতবাদ খণ্ডনে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

فإن التشبيه الذي يجب نفيه عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق وإن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب وأما إذا قيل حي وحي وعالم وعالم وقادر وقادر وقيل لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهذا علم كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد ونفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك وكذلك في سائر الصفات وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبطلون ضالون

"মাখলূকের কোনো বৈশিষ্ট্য দ্বারা যদি আল্লাহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়, তবে এমন তাশবীহ আল্লাহর থেকে নাকচ করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে মাখলূকও আল্লাহর কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে না। যদিও বান্দা ও আল্লাহর জন্য একই বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, বলা হয়, আল্লাহ জীবিত বান্দাও জীবিত, আল্লাহ জ্ঞানী বান্দাও জ্ঞানী, আল্লাহ ক্ষমতাবান, বান্দাও ক্ষমতাবান। আরো বলা হয়, আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে, বান্দারও ক্ষমতা রয়েছে, আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে, বান্দারও জ্ঞান রয়েছে। (এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, বান্দার ও আল্লাহর জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা এক) বরং আল্লাহর জ্ঞানের মতো বান্দার জ্ঞান নয় এবং বান্দার জ্ঞানও আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ এ থেকে মুক্ত। সকল গুণের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য। যারা আল্লাহর গুণাবলীর সঙ্গে বান্দার গুণাবলীর সাদৃশ্য দেয়, তারা বাতিলপন্থী, পথভ্রষ্ট।"[২১]

২. তা'তীল বা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা :

তা'তীলের পরিচয়ে ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وأما التعطيل فالمراد به ((نفي الصفات))، ((ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله

"তা'তীল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, গুণাবলীকে অস্বীকার করা। তাই সালাফ ও ইমামগণ সিফাত অস্বীকারকারীদের 'মুআত্তিলাহ' নাম দিয়েছেন। কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহর সত্তাকে অস্বীকার করা হয়।"[২২]

মুআত্তিলাদের আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে, তারা মনে করে যদি আমরা আল্লাহর গুণাবলী সাব্যস্ত করি, তবে আল্লাহকে মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া হবে। এই সাদৃশ্যপ্রদান থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা অস্বীকারের পথ অবলম্বন করে। ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করে বলেন,

وأصل ضلال هؤلاء أن لفظ التشبيه لفظ فيه إجمال فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان ولكن ذلك المشترك المتفق عليه لا يكون في الخارج بل في الذهن. لا يجب تماثلهما فيه بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك فأنت إذا قلت عن المخلوقين حي وحي وعليم وعليم وقدير وقدير لم يلزم تماثل الشيئين في الحياة والعلم والقدرة ولا يلزم أن تكون حياة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه وقدرته ولا أن يكونا

[২০] *মিনহাজুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৩১০*

[২১] *বায়ানু তালবীসিল জাহমিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৮৮; মিনহাজুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৩৬০*

[২২] *খালিদ ইবন আব্দুল্লাহ মুসলিহ, শারহুল আকীদাহ ওয়াসিতিয়াহ মিন কালামি শাইখিল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ৩. ৫৭ সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ১৪*

مشتركين في موجود في الخارج عن الذهن ومن هنا ضل هؤلاء الجهال بمسمى التشبيه الذي يجب نفيه عن الله وجعلوا ذلك ذريعة إلى التعطيل المحض والتعطيل شر من التجسيم والمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والممثل أعشى والمعطل أعمى

"এদের বিভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে, "তাশবীহ" শব্দ। "তাশবীহ" একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ। যে কোনো দুটি জিনিসের মাঝে সম্মিলিত অংশ থাকে। সে সম্মিলিত অংশে উভয় জিনিস সঙ্গতিপূর্ণ হয়। তবে সে সম্মিলিত সঙ্গতি বাহ্যিকভাবে হয় না, শুধু স্মৃতিতে থাকে। উভয় জিনিসে হুবহু মিল থাকে না; বরং সম্মিলিত সঙ্গতি অংশের মধ্যেও পার্থক্য থাকে। এমনকি যদি তুমি মাখলূকাতের ক্ষেত্রে বলো, সেও জীবিত সেও জীবিত, সেও জ্ঞানী সেও জ্ঞানী, সেও ক্ষমতাবান সেও ক্ষমতাবান। তার মানে এ নয় যে, উভয়েই জীবন, জ্ঞান ও শক্তির দিক থেকে সমান বা সাদৃশ্যপূর্ণ। একজনের জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতাটাই অন্যজনের জীবন, জ্ঞান ও ক্ষমতা নয়। স্মৃতির বাইরে উভয়ের অংশীদারিত্ব এক নয়। তাশবীহকে আল্লাহ থেকে নাকচ করা আবশ্যক ভেবে এ অজ্ঞরা এখানেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাশবীহকে তারা গুণাবলী অস্বীকারের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। দেহবাদ ও তাশবীহ প্রদানের চেয়েও তা'তীল জঘন্য। তাশবীহ প্রদানকারীরা মূর্তিপূজা করে আর তা'তীলকারীরা অস্তিত্বহীনের পূজা করে। তাশবীহ প্রদানকারীরা রাতকানা আর তা'তীলকারীরা পূর্ণ কানা।"[২৩]

তাফবীয: পরবর্তীকালে তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে একটি ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাদের মতে সালাফগণ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাফবীয করতেন। তারা তাফবীয বলতে বুঝিয়েছেন, সালাফগণ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ করতেন না এবং অর্থ জানতেন না। অথচ এ দাবি সম্পূর্ণ বাস্তবতাবিরোধী। সব সালাফ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ করতেন। তবে তারা ধরন বর্ণনা করতেন না। ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

التَّنْبِيهُ عَلَى أُصُولِ " الْمَقَالَاتِ الْفَاسِدَةِ " الَّتِي أَوْجَبَتْ الضَّلَالَةَ فِي بَابِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ مَنْ جَعَلَ الرَّسُولَ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَعَانِي الْقُرْآنِ الَّذِي أُنْزِلَ إلَيْهِ وَلَا جِبْرِيلُ - جَعَلَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِالسَّمْعِيَّاتِ وَلَمْ يَجْعَلْ الْقُرْآنَ هُدًى وَلَا بَيَانًا لِلنَّاسِ . ثُمَّ هَؤُلَاءِ يُنْكِرُونَ الْعَقْلِيَّاتِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا يَجْعَلُونَ عِنْدَ الرَّسُولِ وَأُمَّتِهِ فِي " بَابِ مَعْرِفَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " لَا عُلُومًا عَقْلِيَّةً وَلَا سَمْعِيَّةً ؛ وَهُمْ قَدْ شَارَكُوا الْمَلَاحِدَةَ فِي هَذِهِ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهُمْ مُخْطِئُونَ فِيمَا نَسَبُوا إلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى السَّلَفِ مِنْ الْجَهْلِ كَمَا أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ التَّحْرِيفِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ وَسَائِرُ أَصْنَافِ الْمَلَاحِدَةِ .

"ভ্রান্ত মতবাদ সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতির ব্যাপারে সতর্কীকরণ। এসব মূলনীতির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আনীত তাওহীদ-আকীদাহ-বিশ্বাসে নিশ্চিতভাবে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ছে। যে ব্যক্তি সাব্যস্ত করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনকি জিবরীল কুরআনের অর্থ জানতেন না, সে মূলত সাব্যস্ত করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দলিলের অর্থ জানতেন না। তাদের কথানুযায়ী কুরআন হিদায়াত ও সঠিক দিশাদাতা নয়। তারা এক্ষেত্রে বিবেককে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের মূলনীতি অনুযায়ী তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর উম্মতের কাছে বিবেক ও দলিলগত কোনো জ্ঞান নেই। তারা এ ক্ষেত্রে অনেক দিক থেকে নাস্তিকদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সালাফদের সঙ্গে অজ্ঞতাকে জুড়ে দিয়ে ভুলে নিপতিত হয়েছে, যেমনিভাবে ভুলে নিপতিত হয়েছে তাহরীফপন্থীরা, ভুল তা'বীলপন্থীরা ও অন্য নাস্তিকরা।"[২৪]

[২৩] *মিনহাজুস সুন্নাহ, খ. ২, পৃ. ৩১২; দারউ তাআরুযিল আকল ওয়াল নাকল, খ. ১০, পৃ. ৩১২*

[২৪] *মাজমূউল ফাতাওয়া, খ. ৫, পৃ. ৩৮*

তারপর শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাদের তাফবীযের দাবি ভুল প্রমাণ করতে অনেক সালাফ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ দলিল পেশ করেছেন, যারা নাম ও গুণাবলীর অর্থ করতেন। একপর্যায়ে ইমাম মালিকের বক্তব্য الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب "আল্লাহর সমুন্নত হওয়া অজানা নয়, ধরন বোধগম্য নয় এবং এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব" উল্লেখ করে বলেন,

وَلَوْ كَانَ الْقَوْمُ قَدْ آمَنُوا بِاللَّفْظِ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ فَهْمٍ لِمَعْنَاهُ – عَلَى مَا يَلِيقُ بِاللهِ – لَمَا قَالُوا : الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلَمَا قَالُوا : أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا كَيْفٍ فَإِنَّ الِاسْتِوَاءَ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَعْلُومًا بَلْ مَجْهُولًا بِمَنْزِلَةِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ . وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ عِلْمِ الْكَيْفِيَّةِ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْ اللَّفْظِ مَعْنًى ؛ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفْيِ عِلْمِ الْكَيْفِيَّةِ إِذَا أُثْبِتَتْ الصِّفَاتُ ...

وَأَيْضًا : فَقَوْلُهُمْ : أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ يَقْتَضِي إبْقَاءَ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا جَاءَتْ أَلْفَاظٌ دَالَّةٌ عَلَى مَعَانٍ ؛ فَلَوْ كَانَتْ دَلَالَتُهَا مُنْتَفِيَةً لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُقَالَ : أَمِرُّوا لَفْظَهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهَا غَيْرُ مُرَادٍ ؛ أَوْ أَمِرُّوا لَفْظَهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ لَا يُوصَفُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ قَدْ أُمِرَّتْ كَمَا جَاءَتْ وَلَا يُقَالُ حِينَئِذٍ بِلَا كَيْفٍ ؛ إذْ نَفْيُ الْكَيْفِ عَمَّا لَيْسَ بِثَابِتٍ لَغْوٌ مِنْ الْقَوْلِ .

এসব সালাফ যদি আল্লাহর শানে প্রযোজ্য অর্থ বোঝা ছাড়াই শুধু শব্দের ওপরে বিশ্বাস রাখতেন, তাহলে বলতেন না 'সমুন্নত হওয়া অজানা নয়, ধরন অজানা'। এ কথাও বলতেন না যে, 'ধরন বর্ণনা করা ছাড়াই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে চালিয়ে দাও'। কেননা, যদি অর্থ অজানা হতো, তাহলে হুরুফে মু'জামের মতো সমুন্নত হওয়াও অজানা হতো। তাছাড়া যদি শব্দের অর্থ বোধগম্য না হয়, ধরনকে নাকচ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। ধরন তো তখন নাকচ করতে হয়, যখন গুণাবলীকে সাব্যস্ত করা হয়।

অনুরূপ সালাফদের বক্তব্য 'যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে চালিয়ে দাও' প্রমাণ করে, যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে তার অর্থকে বজায় রাখো। কেননা সিফাতগুলো সব শব্দ। আর শব্দ অর্থ বোঝাবে। যদি অর্থ নাকচ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এভাবে বলা বাঞ্ছনীয় হতো যে, 'এসব শব্দকে চালিয়ে দাও এ বিশ্বাস রেখে যে, তার অর্থ উদ্দেশ্য নয়' অথবা 'এসব শব্দকে চালিয়ে দাও এ বিশ্বাস রেখে যে, এসব শব্দের হাকীকী অর্থে আল্লাহকে গুণান্বিত করা যাবে না'। বলার প্রয়োজন নেই যে, 'যেভাবে এসেছে সেভাবে চালিয়ে দাও'। এও বলার প্রয়োজন নেই যে, 'ধরন অজানা'। কেননা যা সাব্যস্ত নয় তার ধরনকে নাকচ করা একটি অনর্থক কাজ।[২৫]

তাহরীফ, তা'তীল, তাকয়ীফ, তামসীল ও তাশবীহ এর ব্যাপারে ইমাম ইবন তাইমিয়ার অবস্থান :

এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

هو موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسله ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يتأولون كلام الله بغير ما أراده ولا يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص.

'আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষেত্রে এবং রাসূলগণ আল্লাহর ক্ষেত্রে যেসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, কোনোরূপ তাহরীফ, তা'তীল, তাকয়ীফ ও তামসীল ছাড়াই তিনি সেসব গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ তা'আলা নিজের ক্ষেত্রে এবং রাসূলগণ আল্লাহর ক্ষেত্রে যেসব গুণের বর্ণনা দিয়েছেন, আহলুস সুন্নাহ তা অস্বীকার করে না। তারা বক্তব্যকে তাহরীফ করে না। আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিপরীতে তারা আল্লাহর কালামের তা'বীল করে না। তারা স্রষ্টার গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেয় না মাখলূকাতের গুণাবলীর সাথে। বরং তারা জানে,

[২৫] *প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪২*

আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নয়; সত্ত্বাতেও নয়, গুণাবলীতেও নয়, কর্মকাণ্ডেও নয়। তিনি পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর অধিকারী। তিনি যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত'।[২৬]

যেসব শব্দ কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না, সেসব শব্দের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে, যা কুরআন ও সুন্নাহতে পাওয়া যায় না, যেমন–জিহাত বা দিক, কাদীম বা অনাদি, আ'যা বা অঙ্গপ্রতঙ্গ ইত্যাদি। এসব শব্দের ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন–

وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى نَفْيِهَا أَوْ إِثْبَاتِهَا فَهَذِهِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُوَافِقَ مَنْ نَفَاهَا أَوْ أَثْبَتَهَا حَتَّى يَسْتَفْسِرَ عَنْ مُرَادِهِ فَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَعْنًى يُوَافِقُ خَبَرَ الرَّسُولِ أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَعْنًى يُخَالِفُ خَبَرَ الرَّسُولِ أَنْكَرَهُ.

'যেসব শব্দ কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়নি এবং সেসব শব্দ নাকচ করা বা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে সালাফগণ একমত হননি– এমন শব্দের উদ্দেশ্য জানা ছাড়া নাকচকারীর সঙ্গে বা সাব্যস্তকারীর সঙ্গে একমত হওয়া যাবে না। যদি উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে মেনে নেবে, আর যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে অস্বীকার করবে'।[২৭]

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) অনেকগুলো মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি সংক্ষেপে তুলে ধরব :

এক. আল্লাহর গুণাবলী দুই প্রকার : ক. সত্ত্বাগত, খ. কর্মগত।[২৮]

দুই. আল্লাহর নাম ও গুণাবলী একদিক থেকে জানা, অন্যদিক থেকে অজানা। জানা দিক হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ। অজানা দিক হচ্ছে, ধরন।[২৯]

তিন. কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব ত্রুটি থেকে আল্লাহকে পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সে সবের বাইরেও যত প্রকার ত্রুটি আছে, আল্লাহ সব থেকে পবিত্র।[৩০]

চার. আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ ও মহান গুণাবলীর অধিকারী। পূর্ণাঙ্গতার বিপরীতে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত।[৩১]

পাঁচ. আল্লাহর প্রতিটি নাম গুণ সম্বলিত। গুণ ছাড়া তাঁর কোনো নাম নেই।[৩২]

ছয়. আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে কথা বলা মানে তাঁর সত্ত্বার ব্যাপারে কথা বলা। দলিলের বাইরে তাঁর সত্ত্বা নিয়ে যেমন কোনো কিছুই বলা বৈধ নয়, অনুরূপ দলিলের বাইরে তাঁর কোনো গুণ নিয়ে কথা বলা বৈধ নয়।[৩৩] ▣

শিক্ষক আবশ্যক

বাংলাদেশ আহলে হাদীস জনগোষ্ঠির কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **"মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া"** যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে একজন বিজ্ঞ হাফেয ও জেনারেল শিক্ষক (গণিত ও ইংরেজীর জন্য) আবশ্যক।

আগ্রহী প্রার্থিকে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো।

অধ্যক্ষ
মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া
৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪
মোবাইল: ০১৭৭৮-১৬৪৭৭৩
০১৭২০-১১৩১৮০

[২৬] *আল-জওয়াবুস সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৬০*
[২৭] *মাজমুউল ফাতাওয়া, খ. ১২, পৃ. ১১৪*
[২৮] *আল-ইস্তিকামাহ, খ. ১, পৃ. ১৮৩; আস-সুফদিয়াহ, খ. ২, পৃ. ৮৮*
[২৯] *আত-তাদমুরিয়াহ, পৃ. ৪২*
[৩০] *মাজমুআতু তাফসীরি ইবনি তাইমিয়াহ, পৃ. ৩৫০-৩৫২; মানহাজ শাইখুল ইসলাম ২/৭৫৫ থেকে গৃহীত*
[৩১] *আল-জওয়াবুস সহীহ, খ. ২, পৃ. ১৬৪, খ. ৩, পৃ. ২১১; জামিউল মাসায়িল, খ. ৩, পৃ. ১৯৬, খ. ৩, পৃ. ২০৮*
[৩২] *মাজমূউল ফাতাওয়া, খ. ৫, পৃ. ২০৬-২০৭*
[৩৩] *আত-তাদমুরিয়াহ, পৃ. ২০-২১*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শবে মিরাজ উদযাপনের হুকুম ও শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত্রি (শবে বারাত) উদ্‌যাপনের হুকুম

মূল: শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায
ভাষান্তর: মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান★

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, আর মহানবী ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

ইস্‌রা ও মিরাজ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি বড় নিদর্শন যা তাঁর মহানবী ﷺ-এর সত্যতা ও আল্লাহর নিকট তাঁর বড় মর্যাদার প্রমাণ বহন করে, তেমনি তা আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরত এবং তিনি যে তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপরে রয়েছেন তা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:-

﴿ سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. ﴾

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি যোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন আল মাসজিদুল হারাম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৩৪]

মুতাওয়াতির সূত্রে (ধারাবাহিকতার সূত্রে) মহানবী ﷺ থেকে তাঁর আকাশ সমূহের দিকে উর্দ্ধাগমন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জন্য আকাশসমূহের দরজা খুলে দেয়া হয়, এমনকি তিনি সপ্তম আকাশ অতিক্রম করেন, অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে ইচ্ছামতো কথা বলেন এবং তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করেন।

আল্লাহ তা'আলা প্রথমতঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন, অতঃপর আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ (উক্ত সংখ্যা থেকে) কমানোর জন্য আল্লাহর নিকট বারবার আবেদন করেন, যার ফলে তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করে দেন। তাই উক্ত পাঁচ ওয়াক্তই ফরয, কিন্তু প্রতিদানের দিক দিয়ে তা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান, কেননা নেকী দশগুন পর্যন্ত বর্ধিত হয়। অতএব, যাবতীয় নেয়ামতের ভিত্তিতে আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

ইসরা ও মিরাজ কোন রাতে সঙ্ঘটিত হয়েছিল সহীহ হাদীসসমূহে তার কোন দিনক্ষণ নির্ধারিত নেই। আর যা কিছু এর নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট তা নাবী ﷺ থেকে সুসাব্যস্ত নয়।

মিরাজের তারিখ মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিরাট রহস্য লুকায়িত রয়েছে। এর তারিখ যদি নির্ধারিতও থাকত, তবুও সে তারিখে মুসলমানদের বিশেষ কোনো ইবাদত এবং কোনো অনুষ্ঠান জায়েয হত না। কেননা নাবী ﷺ ও তাঁর সাহাবা (আনহুম) এর জন্য কোনো অনুষ্ঠান করেননি এবং তা কোনো কিছু উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত করেননি। যদি শবে মিরাজ উদ্‌যাপন জায়েয কাজের অন্তর্ভুক্ত হত তবে অবশ্যই মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে তা বর্ণনা করে যেতেন। আর এ ধরনের কোনো কিছু ঘটলে তা অবশ্যই জানা যেত এবং তা প্রসিদ্ধি লাভ করত এবং তাঁর সাহাবা (আনহুম) আমাদের নিকট নকল করতেন। কেননা সাহাবায়ে কেরাম নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে উম্মতের যা প্রয়োজন সবকিছুই নকল করেছেন, দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁরা সামান্যতমও শিথিলতা করেননি। বরং তাঁরা প্রত্যেক কল্যাণজনক কাজের দিকে অগ্রগামী ছিলেন। অতএব, শবে মিরাজ উদ্‌যাপন যদি শরীয়তসম্মত হত তবে সেদিকে তাঁরাই সবার অগ্রগামী হতেন। আর নাবী ﷺ ছিলেন মানবতার সর্বোত্তম হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনি রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন এবং অর্পিত আমানত আদায় করেছেন।

অতএব, শবে মিরাজের সম্মান ও তার আনুষ্ঠানিকতা যদি দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হত তবে এ ক্ষেত্রে তিনি উদাসীন থাকতেন না এবং তা গোপনও করতেন না। অতএব, যখন এগুলো কোনোকিছু সঙ্ঘটিত হয়নি বুঝা যায় যে, শবে মিরাজের আনুষ্ঠানিকতা ও তার মর্যাদা

★ *দাঈ, গারবু দিরা দাওয়া সেন্টার, সৌদি আরব ও সহ-সভাপতি, প্রবাসী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৩৪] *সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত: ১*

জ্ঞাপন করা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন ও অফুরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন এবং এ দ্বীনের মধ্যে যে ব্যক্তি নতুন কিছু প্রবর্তন করবে যার তিনি অনুমোদন দেননি তাকে তিনি অপছন্দ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً﴾

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

"তাদের কি এমন শরীক-দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফয়সালা ঘোষণা না থাকলে তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত, নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৩৬]

মহানবী ﷺ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বিদ'আত থেকে হুঁশিয়ারী ও বিদ'আত মাত্রই গুমরাহী বা পথভ্রষ্ঠতার বর্ণনা সাব্যস্ত রয়েছে; এবং এগুলোতে রয়েছে উম্মাতের জন্য বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কবাণী ও বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া থেকে হুঁশিয়ারী, তার মধ্যে যেমন বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন:

'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে কোনো নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত'।

আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে: 'যে ব্যক্তি এমন এক কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে, জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ﷺ জুমু'আর খুৎবায় বলতেন:

(আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপনের পর), 'নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হল আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) আর সর্বোত্তম হেদায়াত (ত্বরীকা) হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত (ত্বরীকা)। নিকৃষ্টতম বিষয় হল বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা'।

সুনান হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে, এরবায বিন সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহানবী ﷺ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এক ভাষণ দিলেন, এতে (আমাদের) হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠল, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ যেন মনে হচ্ছে বিদায়ীর ভাষণ, অতএব আমাদেরকে ওসীয়্যাত করুন। অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদেরকে অসিয়্যাত করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং শোনা ও মানার, যদিও তোমাদের নির্দেশদাতা গোলামও হয়। আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবলম্বন করবে। আর তা অত্যন্ত মজবুতভাবে দাঁতে-নাতে আঁকড়ে ধরবে, দ্বীনের বিষয়ে নয়া নয়া বিষয় তথা বিদ'আত থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কেননা সব নয়া জিনিসই বিদ'আত, আর সব ধরনের বিদ'আতই গুমরাহী।[৩৭] এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে।

মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ এবং তাঁদের পর সালাফে সালেহীন থেকে বিদ'আত হতে হুঁশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন সাব্যস্ত রয়েছে। আর তা দ্বীনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ব্যতীত আর কিছু নয় এবং আল্লাহ যার অনুমতি দেননি তার প্রবর্তন ও তা আল্লাহর শত্রু ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান জাতির স্বীয় দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও নয়া নয়া জিনিসের উদ্ভাবের মতো, আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি। এতে দ্বীন ইসলামের ঘাটতি এবং

[৩৫] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৩*
[৩৬] *স রা: শ রা: ২১*
[৩৭] *আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকেম*

অসম্পূর্ণতার অপবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর সর্বজনবিদীত যে, এটি বড় ধরনের ফাসাদ, জঘন্য ও পরিত্যাজ্য জিনিস আর তা ﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾[৩৮] আল্লাহর বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক (পরিপন্থী) এবং তা রাসূল ﷺ-এর বিদ'আত থেকে সতর্ককারী এবং বিরতকারী হাদীসসমূহের স্পষ্ট পরিপন্থী।

আশাকরি সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য শবে মিরাজ উদযাপনের এ বিদ'আত প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আলোচ্য প্রমাণাদী পরিতৃপ্তকারী, সতর্ককারী ও যথেষ্ট হবে। আর নিশ্চয় এর মধ্যে দ্বীনের বিন্দুমাত্রও অংশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য একে অপরের কল্যাণ কামনা, তাদের জন্য আল্লাহ দ্বীনের যা কিছু প্রবর্তন করেছেন তা বর্ণনা করা ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বীনী ইলম গোপন করাও হারাম, তাই আমি দেশে দেশে প্রচলিত এ বিদ'আত যাকে কতিপয় মানুষ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ধারণা করে, এ থেকে মুসলমান ভাইদেরকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করি।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন সমস্ত মুসলমানের অবস্থা সংশোধন করেন, দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। আর তিনি আমাদেরকে এবং বিশেষ করে তাদেরকে (যারা বিদ'আতে লিপ্ত) সত্যকে আঁকড়ে ধরা ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সত্যপরিপন্থী বিষয় থেকে বাঁচার তাওফীক দান করেন। তিনি এ ব্যাপারে অধিপতি এবং তার উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ-সালাম ও বরকত দান করুন।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাত্রি (শবে বারাত) উদ্‌যাপনের হুকুম :

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত (অনুগ্রহ) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[৩৯]

এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾

'তাদের কি এমন শরীক-দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি'?[৪০]

বুখারী-মুসলিমে রয়েছে, আয়েশা رضي الله عنها নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: 'যে আমাদের এই দ্বীনে নয়া প্রথা আবিষ্কার করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত'।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে: 'যে ব্যক্তি এমন এক কাজ করল যার ওপর আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।

সহীহ মুসলিমে রয়েছে- জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ﷺ তাঁর জুমু'আর খুৎবায় বলতেন: (আল্লাহর প্রশংসা স্তুতি জ্ঞাপনপর) 'নিশ্চয় সর্বোত্তম হাদীস হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) আর সর্বোত্তম হেদায়াত (ত্বরীকা) হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিদায়াত (ত্বরীকা)। নিকৃষ্টতম বিষয় হলো বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা'।

এগুলো ছাড়াও এ বিষয়ে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আর এগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাঁর নেয়ামত তথা অনুগ্রহকে সুসম্পূর্ণ করেছেন।

দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছানোর পরেই তিনি তাঁর নাবীর মৃত্যু দান করেন। তাই তো তিনি উম্মতের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের সবকিছু বর্ণনা করে দিয়েছেন।

তিনি ﷺ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ যেসব বিষয় নতুনভাবে আবিষ্কার করে দ্বীন ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করবে তা

[৩৮] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৩*

[৩৯] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৩*

[৪০] *স রা: শ রা: ২১*

সম্পূর্ণই বিদ'আত যা তার আবিষ্কারকের দিকেই প্রত্যাখ্যান করা হবে। যদিও তার উদ্দেশ্য ভাল হয়। আর মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণ ও পরবর্তী ইসলামের মণীষীবর্গও এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁরা এসব বিদ'আতকে অপছন্দ এবং তা থেকে সতর্ক করে সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের নিন্দা বিষয়ে কিতাব লিখেছেন, যেমন ইবনে ওজ্জাহ, ত্বারতুশী, আবূ শামাহ প্রমুখ।

কতিপয় লোক যেসব বিদ'আত চালু করেছে তার মধ্যে ১৪ই শাবানের রাত্রি বা শবে বরাতের বিদ'আত একটি। এ তারিখকে রোযার জন্য নির্ধারিত করার এমন কোনো দলীল নেই যার উপর নির্ভর করা জায়েয। এবং শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কতিপয় য'ঈফ বা দুর্বল যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করাও জায়েয নয়।

আর শবে বরাতের নামাযের ফজীলত বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার সবই মওজু বা জাল, যেমন এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন বহু ওলামায়ে কেরাম। তাদের কিছু কথা অতিসত্বর উল্লেখ করা হবে ইনশা আল্লাহ ।

এ বিষয়ে শাম (সিরিয়া) ও অন্যান্য ইলাকার কতিপয় সালাফে সালেহীন থেকেও বর্ণনা এসেছে।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মত : শবে বরাত উদ্‌যাপন করা বিদ'আত, এর ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই যঈফ এবং কতিপয় মওযু বা জাল। জমহুর উলামার মধ্যে ইবনে রজব তার 'লাত্বাইফুল মারিফ' কিতাবে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, ঐ যঈফ হাদীসসমূহ ইবাদতে আমলযোগ্য যার মূল সহীহ হাদীসসমূহে সাব্যস্ত। আর শবে বরাত উদযাপনের জন্য এমন কোনো সহীহ হাদীস নেই যার ভিত্তিতে যঈফ হাদীসে তৃপ্ত হওয়া যাবে। আবুল আব্বাস শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি বর্ণনা করেন।

প্রিয় পাঠক! কতিপয় ওলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে যা বলেছেন তা আপনার অবগতির জন্য পেশ করছি।

মানুষ যেসব মাসয়ালায় মতভেদ করবে সেসব মাসয়ালাকে আল্লাহর কোরআন ও রসূলের সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরাম একমত পোষণ করেছেন। অতএব, কুরআন ও হাদীসে যেসব ফয়সালা রয়েছে বা উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিতে যে বিধান রয়েছে তাই শরী'য়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তা অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যেসব মাসয়ালা কুরআন-হাদীসবিরোধী তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। আর যে ইবাদত কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি তা বিদ'আত। দা'ওয়াত ও তাবলীগে এবং সে বিষয়ে প্রশংসা অর্জনের জন্য তা পালন করা জায়েয নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রসূলের নিকট, এটিই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।"[৪১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ﴾

'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট'।[৪২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾

'বল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন'।[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[৪১] *সূরা নিসা আয়াত: ৫৯*
[৪২] *স রা: শ রা: ১০*
[৪৩] *সূরা আলে ইমরান আয়াত: ৩১*

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচারের ভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।"[৪৪]

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে, আর তা মতভেদপূর্ণ মাসয়ালাগুলোকে কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং উভয়ের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করে, নিশ্চয় সেটি ঈমানেরই দাবি ও বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে কল্যাণকর। 'এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট'।

হাফেজ ইবনে রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'লাত্বায়েফুল মারিফ' কিতাবে এ মাসয়ালায় তাঁর পূর্বোল্লেখিত কথার পর বলেনঃ 'শামের তাবেয়ীগণ যেমন: খালেদ ইবনে মাদান, মাকহুল, লোকমান ইবনে আমের প্রমূখ শবে বরাতের সম্মান করত এবং তাতে ইবাদতের জন্য পরিশ্রম করত এবং তার ফযীলত ও মর্যাদা বহুলোক তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে, এমনকি কথিত রয়েছে যে, তাদের নিকট এ বিষয়ে ইসরাইলী ঘটনাবলীর কিছু বর্ণনা পৌঁছে। অতঃপর যখন তা তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে তখন লোকদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাই তাদের মধ্যে কেউ তা গ্রহণ করে এবং তার মর্যাদার ব্যাপারে তাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে, তাদের মধ্যে আহলে বসরার (আহলে ইরাকের) একদল আবেদ ও অন্যরা এ দলের অন্তর্ভুক্ত।

হিজাযের অধিকাংশ (মক্কা-মদীনা ইলাকার) ওলামায়ে কেরাম এটাকে অপছন্দ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আত্বা ও ইবনে আবি মুলাইকা, আর এটি আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম আহলে মদীনার ফকীহদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন। এটি মালেকের অনুসারী ও অন্যান্যদেরও মত এবং তারা বলেন: শবে বরাতের সব কিছুই বিদ'আত।

আহলে শামের ওলামায়ে কেরাম শবে বরাত পালনের পদ্ধতি নিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

প্রথমঃ (যারা শবে বরাত উদযাপন বৈধ মনে করে তাদের প্রথম দলের মত) উক্ত রাত মসজিদে জামা'য়াতবদ্ধভাবে উদযাপান করা মুস্তাহাব। খালেদ বিন মাদান, লোকমান বিন আমির প্রমূখ ব্যক্তিগণ শবে বরাতে উত্তম পোষাক পরিধান, সুগন্ধী ও সুরমা ব্যবহার এবং মসজিদে রাত্রি যাপন করতেন। ইসহাক ইবনে রাহওয়াই তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন এবং তিনি জামাতবদ্ধভাবে মসজিদে উক্ত রাত্রি যাপনের ব্যাপারে বলেন: এটি বিদ'আত নয়। হারব কিরমানী তার মাসায়েল কিতাবে সেটি উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয়ঃ (যারা শবে বরাত উদ্‌যাপন বৈধ মনে করে তাদের দ্বিতীয় দলের মত) শবে বরাতে মসজিদে নামাজ, কিসসা কাহানী ও দুআ-প্রার্থনার জন্য একত্রিত হওয়া মাকরূহ আর একাকী নিজে নিজে নামায আদায় করা মাকরূহ নয়। এটি আহলে শামের ইমাম, ফকীহ ও আলেম আউযায়ীর মত এবং এটিই ইন শা আল্লাহ নিকটবর্তী মত।"

পরিশেষে বলেন : শবে বরাতের ব্যাপারে ইমাম আহমাদের কোনো মত জানা যায় না, তবে এ রাত্রি জাগরণ মুস্তাহাবের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে দুটি বর্ণনা নকল করা হয়। তাঁর দুই বর্ণনার মধ্যে উভয় ঈদের রাত্রি যাপন রয়েছে। একটি বর্ণনা রয়েছে তাতে দলবদ্ধভাবে রাত জাগরণ মুস্তাহাব নয়, কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবা থেকে তা নকল করা হয়নি।

অন্য বর্ণনায় তিনি উক্ত রাত্রি জাগরণকে মুস্তাহাব বলেছেন, কেননা তা আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন আসওয়াদ পালন করেছেন, আর তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং অনুরূপভাবে শবে বরাত উদযাপনের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবা থেকে কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি। তবে আহলে শামের বিশেষ কতিপয় ফকীহ তাবেয়ীদের একদল থেকে বর্ণিত হয়েছে।" (উপরোক্ত বক্তব্য হাফেয ইবনে রজবের

[৪৪] *সূরা নিসা আয়াত: ৬৫*

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাফেয ইবনে রজব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কথার উদ্দেশ্য এখানে শেষ।

তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে শবে বরাত উপলক্ষে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সাহাবীগণ থেকে কোন কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। আর আউযায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র একক ভাবে শবে বরাত উদযাপনের বৈধতার রায় দেয়া এবং উক্ত রায় হাফেজ ইবনে রজবের ইখতিয়ার করা একটি দুর্বল ও অভিনব ব্যাপার। কেননা যে সব জিনিস শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে সাব্যস্ত নয় তা মুসলমানের জন্য আল্লাহর দ্বীনে আবিস্কার করা জায়েয নয় চাই তা একক ভাবে বা জামাতবদ্ধভাবে কিংবা চাই তা গোপন বা প্রকাশ্যে আঞ্জাম দেয়া হোক না কেন। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ব্যপকার্থে যেমন: "যে ব্যক্তি এমন এক কাজ করল যাতে আমাদের অনুমতি নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[৪৫]

এটি ছাড়াও বিদ'আত পরিত্যাগ ও তা থেকে সতর্ক করার ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে।

ইমাম আবূ বকর ত্বারতুশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার "আল হাওয়াদেস ওয়াল বিদায়া" কিতাবে যা বলেন তা নিম্নরূপ: "ইবনে অজ্জাহ যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: আমরা আমাদের কোন শায়খ ও আমাদের কোন ফকীহকে শবে বরাতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে দেখিনি এবং তাঁরা মাকহুলের কথাকে কোন মূল্য দেননি, এমনকি শবে বরাতের এটি ব্যতীত অন্য কোন ফজীলতও আছে বলে মনে করেন না।"

ইবনে আবী মুলাইকাকে বলা হয়েছিল যে যিয়াদ নুমাইরী বলেন: শবে বরাতের ফযীলত শবে কদরের ফযীলতের সমান। তা শুনে তিনি বলেন: আমি যদি তাকে বলতে শুনতাম আর আমার হাতে লাঠি থাকতো তবে অবশ্যই তাকে প্রহার করতাম। আর যিয়াদ ছিল একজন গাল্পিক লোক। এ ব্যাপারে কথা শেষ।

আল্লামা শাওকানী রাহেমাহুল্লাহু 'আল ফাওয়াইদ আলমাজমূয়াহ' কিতাবে বলেন; যার বক্তব্য নিম্নরূপ হাদীস- 'হে আলী যে ব্যক্তি শবে বরাতে একশত রাকাত নামায আদায় করল আর তার প্রত্যেক রাকায়াতে সূরা ফাতেহা ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দশবার করে পড়ল আল্লাহ তার যাবতীয় প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ করবেন ...'। হাদীসটি মওযু বা জাল। উক্ত হাদীসে বর্ণিত শব্দসমূহে উক্ত ইবাদতকারীর যে সওয়াব হাসিলের উল্লেখ রয়েছে তাতে কোনো ভালমন্দের তারতম্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণিত হাদীসটি মউযু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তার রাবীগণও মাজহূল (অজ্ঞাত) আর তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক সূত্রই মুউযু বা জাল এবং রাবীগণ মাজহুল। আর তিনি 'আল মুখতাসার' কিতাবে বলেন: শবে বরাতের নামাযের হাদীস বাতিল। আর ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় আলীর হাদীস: 'শবে বরাত আসলে তোমরা তার রাত জাগরণ কর (ইবাদতে লিপ্ত থাক) এবং দিনে রোজা রাখ (বায়হাকী ও ইবনে মাজাহ) বর্ণনাটি যইফ (দুর্বল) এবং তিনি 'আললায়ালি' কিতাবে বলেন: শবে বরাতে প্রতি রাক'আতে দশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'সহ একশত রাক'আত ..... এর বড় ফযীলত থাকা সত্ত্বেও দলাইমী ও অন্যান্যদের মতে মউযু বা জাল এবং উক্ত হাদীসের তিনটি সুত্রেরই অধিকাংশ রাবী মাজহুল ও যঈফ। তিনি বলেন: 'বার রাক'আত ত্রিশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'সহ আদায়ের হাদীসটি মউযু'। '১৪ রাক'আত-এর হাদীসটিও মউযু'।

এ হাদীসের মাধ্যমে ফকীহদের এক জামা'আত আকৃষ্ট হয়েছেন যেমন 'আল ইহয়া'-এর লিখক ও অন্যরা, অনুরূপ আকৃষ্ট হয়েছেন মুফাস্সিরীনে কিরামের কতিপয়। অবশ্য শবে বরাত উপলক্ষে বিভিন্ন ইলাকায় যে নামায প্রচলিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাতিল-মউযু এবং এটি তিরমিজীর বর্ণনা আয়েশার হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাকীতে (গোরস্থান) যাওয়া, শবে বরাতের রাতে প্রতিপালকের পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা এবং তিনি কালব গোত্রের ছাগলের পশমের চেয়েও বেশি লোকের গোনাহ মাফ করবেন এর খেলাফ নয় বরং কথা হলো এ রাতের মনগড়া নামাযের ক্ষেত্রে আয়েশার এই হাদীসও যঈফ ও তাতে ইনকেতা (রাবীর ধারাবাহিকতাহীনতা) রয়েছে। অনুরূপ শবে বরাতের কিয়ামের ব্যাপারে আলীর হাদীস যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ হয়েছে, তা এই- নামায মনগড়া বা জাল হওয়ার খেলাফ নয়, কেননা আমাদের বর্ণনার ভিত্তিতে তার মধ্যে দূর্বলতা রয়েছে। যা আমের বর্ণনা করেছেন।

[৪৫] *সহীহ মুসলিম*

হাফেজ ঈরাকী বলেন: শবে বরাতের নামাযের হাদীসে রাসূলুল্লাহর উপর জাল ও তার প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে।

ইমাম নববী 'মাজমু' কিতাবে বলেন: সালাতুর রাগাইব নামে প্রসিদ্ধ নামায, (আর তা হলো: রজব মাসের প্রথম জুমু'য়ার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝে বারো রাক'আতবিশিষ্ট নামায) এবং শবে বরাতের একশত রাক'আত বিশিষ্ট নামায, দুটি নিকৃষ্টতম বিদ'আত।

এই দুই নামাযের বর্ণনা 'কুতুবুল কুলূব' ও 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থদ্বয়ে থাকায় এবং এ ক্ষেত্রে বর্ণিত (দুর্বল ও জাল) হাদীস থাকায় আকৃষ্ট হওয়া যাবে না, কেননা তা সম্পূর্ণই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল। অনুরূপ কতিপয় আলেম যাদের উক্ত দুই নামাযের বিধানের ক্ষেত্রে মতিভ্রম হওয়ায় এর মুস্তাহাবের ব্যাপারে কলম ধরে তাতেও আকৃষ্ট হওয়া যাবে না, কেননা তারা এ বিষয়ে ভুলকারী।

শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল আল মাক্বদেসী উক্ত দুই নামাযের বৈধতা খণ্ডনে অতি চমৎকার ও উত্তম একটি স্বতন্ত্র বই লিখেছেন। আর এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অনেক রয়েছে। তাদের যেসব বক্তব্য এ মাসয়ালা সম্পর্কে জেনেছি তা যদি সমস্ত বর্ণনা করতে যাই তবে আমাদের কথা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। যা আমরা বর্ণনা করলাম তা সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য আশাকরি নির্ভরযোগ্য ও যথেষ্ট হবে।

যেসব আয়াত, হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য অতিবাহিত হলো, সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য তা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় শবে বরাতে নামায ও এ দিনে বিশেষ করে রোযা রাখা বা অন্যান্য বিষয়ের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের নিকট নিকৃষ্টতম বিদ'আত। পূত-পবিত্র শরী'য়াতে এর কোনো ভিত্তি নেই বরং তা ইসলামের মধ্যে সাহাবা ﷺ-এর পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে।

অতএব এ বিষয়ে এবং এ ধরনের অন্য মাসয়ালায় সত্যানুসন্ধিৎসুর জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ﴾ '(আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম)'[৪৬] ও এ ধরনের আয়াতসমূহ এবং নাবী ﷺ-এর বাণী: 'যে আমাদের এ দ্বীনে কোনো নয়া বিষয় প্রবর্তন করল যা এই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত'। (বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য) এবং এ বিষয়ে যেসব হাদীস এসেছে তা যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'তোমরা জুমু'আর রাত্রিকে অন্যান্য রাতের মধ্যে কিয়ামের জন্য (ইবাদতের জন্য) নির্ধারণ করো না, অনুরূপভাবে অন্যান্য দিনের মধ্যে জুমু'আর দিনকে রোযার জন্য নির্ধারণ করোনা।, তবে তোমাদের কারো কোন নির্দিষ্ট রোযা উক্ত দিনে পতিত হয় তা ভিন্ন ব্যাপার'।

অতএব, কোনো ইবাদতের জন্যে যদি কোন রাতকে নির্ধারণ করা জায়েয থাকত তবে জুমু'আর রাত অবশ্যই অন্যান্য রাতের চেয়ে অগ্রাধিকার পেত। কেননা জুমু'আর দিন সীর্য উদিত হওয়া দিনের সর্বোত্তম দিন, যা মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু নাবী ﷺ অন্যান্য রাতের মধ্যে জুমু'আর রাতকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়েছেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, জুমু'আর রাত ব্যতীত অন্যান্য রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করা তো অবশ্যই নিষেধের আওতাভুক্ত।

অতএব, শবে বরাতকে সহীহ দলীল ব্যতীত কোনো ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে শবে ক্বদর ও রমাযানের রাতসমূহ ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপনের বৈধতা রয়েছে। নাবী ﷺ এ ব্যাপারে সজাগ করেছেন এবং উম্মাতকে উক্ত রাত জাগরণে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজে তা পালন করেছেন যেমন বুখারী-মুসলিমে রয়েছে। নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকীর প্রত্যাশা নিয়ে রমাযানের রাত যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৪৭] এবং 'যে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমান ও নেকির প্রত্যাশা নিয়ে লাইলাতুল ক্বদর (শবে কদর) যাপন করল আল্লাহ তার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবেন'।[৪৮]

তবে শবে বরাত, রজব মাসের প্রথম জুমু'আ ও শবে মিরাজ যদি কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা কোনো ইবাদতের মাধ্যমে উদ্‌যাপন করা শরী'য়াতসম্মত হতো তবে নাবী

[৪৬] *সূরা মায়িদা আয়াত: ৩*

[৪৭] *সহীহ বুখারী-মুসলিম, সুনানে আরবায়াহ*

[৪৮] *সহীহ বুখারী*

ﷺ অবশ্যই তার নির্দেশনা দিতেন বা নিজে পালন করতেন, আর তিনি যদি তা পালন করতেন তবে সাহাবায়ে কেরাম (আনহুম) অবশ্যই তা উম্মাতের প্রতি বর্ণনা করতেন এবং এগুলো তাঁরা গোপন করতেন না। তাঁরা হলেন নাবীদের পর মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের প্রতি রাজী হন এবং তাদেরকে রাজী করেন।

বিগত আলোচনার প্ররিপ্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝা গেল যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবা رضي الله عنهم থেকে রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাত ও শবে বরাতের ফজীলতের ব্যাপারে কোনো কিছু সাব্যস্ত নেই। অতএব, জানা গেল, এগুলো উদ্‌যাপন করা ইসলামের নামে নবাবিষ্কৃত বা বিদ'আত, অনুরূপ কোনো প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে উভয় রাতকে নির্দিষ্ট করাও জঘন্যতম বিদ'আত।

অনুরূপ ২৭শে রজবের রাত সম্পর্কে কতিপয় লোকের ধারণা যে, এটি মিরাজের রাত, উপরোল্লেখিত প্রমাণ-পঞ্জির আলোকে উক্ত রাতকে কোনো ইবাদতে নির্দিষ্ট করা এবং অনুষ্ঠান পালন করা না-জায়েয, যদিও এর তারিখ জানা যেত। কিন্তু ওলামায়ে কেরামের মতের ভিত্তিতে সহীহ কথা হলো- শবে মিরাজের তারিখ অজ্ঞাত, আর যে ব্যক্তি বলে যে, মিরাজ ২৭শে রজব, তার কথা বাতিল ও তার সহীহ হাদীসসমূহে কোনো ভিত্তি নেই।

এ সম্পর্কে জনৈক মনীষী কতই না চমৎকার বলেছেন:

وخير الأمور السالفات على الهدى

وشر الأمور المحدثات البدائع

সর্বোত্তম ও সঠিক হিদায়াতের ওপর ভিত্তি হলো সালাফে সালেহীনের ত্বরীকা, আর যাবতীয় কাজের সর্বনিকৃষ্ট কাজ হলো নবাবিষ্কৃত বা বিদ'আতসমূহ।

আল্লাহর নিকট প্রর্থণা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও সকল মুসলামানকে সুন্নাতে রাসূল মজবুতভাবে ধারণ করার ও তার প্রতি অটল থাকার এবং সুন্নাত পরিপন্থী বিষয় থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন, তিনিই তো পরম দাতা-দয়ালু।

আল্লাহ তার বান্দা ও রাসূল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীর প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

সফরের আদাব ও আহকাম

{২৪ পৃষ্ঠার পর থেকে}

"আমি প্রশংসা সহকারে সেই মহান সত্ত্বার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব"।

অতঃপর তিনি তিনবার আল-হামদুলিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর তিনি এই দু'আ বলতেনঃ

«أَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ»

"হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার কাছে নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দনীয় আমলের আবেদন করছি (তাওফীক চাচ্ছি)। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং ঘরের তথা পরিবার-পরিজনের হেফাজতকারী। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সফরের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য এবং ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজনের নিকট মন্দ পরিণাম নিয়ে ফেরত আসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"।

নৌকায় আরোহনে আলাদা কোনো দু'আ আছে কি?

মুসলিমদের মধ্যে নৌকায় আরোহনের জন্য একটি খাস দু'আ পাঠ প্রচলিত আছে। দু'আটি হচ্ছে, আল্লাহর বাণী:

﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

তবে এই মর্মে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটিই সহীহ নয়। অতএব নৌকায় আরোহনকালে পড়ার জন্য আলাদা কোনো দু'আ নেই। স্থলপথে যানবাহনে আরোহন করার সময়, আকাশ পথে ভ্রমণকালে বিমানের আরোহন কালে কিংবা পানি পথে ভ্রমণের সময় নৌকায় উঠার সময় সফরের দু'আই পাঠ করবে। যেটা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। **চলবে ইনশা-আল্লাহ**

সফরের আদাব ও আহকাম

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী★

(১ম পর্ব)

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর নবী ও রাসূল ﷺ, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সকল সাহাবীর উপর।

পৃথিবীতে মানব জাতির সূচনা লগ্ন থেকেই তারা এক স্থানে বসবাস করে অভ্যস্ত নয়। তারা নিজেদের প্রয়োজনে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে থাকে। ইসলামের নবী ﷺ ও তাঁর পবিত্র সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করে দেখতে পাই যে, তার সারা জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সফরে কাটিয়েছেন। হজ্জের সফর, উমরাহর সফর ও জিহাদের সফর, -এই তিনটিই ছিল নবী ﷺ-এর সফর। এগুলোর কোনোটাতে তিনি সশরীরে সাহাবীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন, আবার কোনোটিতে তাঁর সাহাবীদেরকে পাঠিয়েছেন। পরবর্তীতে মুসলিমগণ উপরোক্ত তিনটি সফর ছাড়াও আরো অনেক উদ্দেশ্যে সফর করে আসছে। যেমন ইলম অর্জনের সফর, দাওয়াতী কাজের সফর, ব্যবসা-বাণিজ্যের সফর ইত্যাদি। এসব সফরের অনেক আদাব, বিধিবিধান ও হুকুম-আহকাম রয়েছে, যা অনেক মুসলিমই জানে না। বিশেষ করে বাংলাভাষী অনেক মুসলিমের এ সম্পর্কিত জ্ঞান নেই বললেই চলে। সফরের এসব হুকুম-আহকাম স্থায়ী নিবাসে থাকাকালীন আহকামের চেয়ে আলাদা। এই হুকুম-আহকামের মধ্যে রয়েছে পবিত্রতা, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য আদাব ও আহকাম। সফর অবস্থায় মানুষের অনেক কষ্ট হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে যেহেতু মানুষ বেশি বেশি সফর করে থাকে এবং সফর অবস্থায় সালাতসহ অন্যান্য বিষয়ে যেহেতু প্রশ্ন করে থাকে, তাই এ বিষয়ে ছোট্ট একটি বই লিখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আমার বিশ্বাস, বইটি পড়ে মুসলিম ভাইবোনেরা উপকৃত হবেন। হে আল্লাহ তুমি এই ছোট্ট খেদমতকে তোমার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করো এবং এটাকে কিয়ামতের দিন আমার নাজাতের উসীলা বানাও। আমীন

★ *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী-কেন্দ্রীয় জমঈয়ত। মুহাদ্দিছ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।*

সফরে বের হওয়ার আদব: সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া উত্তম। ইমাম বুখারী رحمه الله তাঁর সহীহ বুখারীতে কা'ব বিন মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বৃহস্পতিবার ব্যতীত অন্য দিন খুব কমই সফরে বের হতেন।[৪৯]

তবে বিশেষ প্রয়োজনে অন্যদিনও বের হওয়া যেতে পারে। বিদায় হজ্জের বছর নবী ﷺ শনিবারে বের হয়েছেন।

সফরে বের হওয়ার সময় আত্মীয়স্বজন থেকে বিদায় নেওয়া: সফরে বের হওয়ার আগে নিজের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন থেকে বিদায় নেওয়া ও বলে যাওয়ার ব্যাপারে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাই দ্বীনদার মুসলিমদের উচিত, তারা যখন নিজের বা পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মেটাতে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে সফরে যাবে, তখন পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করে আল্লাহর ভয় ও অন্যান্য বিষয়ে উপদেশ দিবে, তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য দুআ করবে। অতঃপর ধীরস্থিরতার সাথে বাড়ি থেকে বের হবে।

বিদায় দেয়ার সময় দু'আ পাঠ করা: নবী ﷺ যখন তার কোন সাহাবীকে সফরে যাওয়ার সময় বিদায় জানাতেন তখন বলতেনঃ

«أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»

"আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দিচ্ছি"।

রাতে সফরে বের হওয়া: নবী ﷺ রাতে একা ভ্রমণ করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেনঃ একা ভ্রমণ করার ক্ষতি সম্পর্কে মানুষেরা যদি জানতে পারত তাহলে রাতে কেউ একা ভ্রমণ করত না।

একাকী ভ্রমণ করাঃ মুসাফিরের উচিত, একাকী সফর না করে সঙ্গী-সাথীদের সাথে সফর করা। যাতে প্রয়োজনের সময় সহযোগীতা নিতে পারে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে একা সফর করতে পারবে। সহীহ বুখারীতে আব্দুলাহ বিন উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন, রাতের বেলা একা সফর করার ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা জানি, তা যদি লোকেরা জানত, তাহলে রাতের বেলা কেউ একা

[৪৯] *দেখুন, সহীহ বুখারী হা: ২৯৪৯*

সফর করার ঘোষণা দিত না।[৫০] শুধু তাই নয়, তিনি একা ভ্রমণ করতে নিষেধও করতেন। তিনি বলেছেনঃ একা ভ্রমণকারী একটি শয়তান, দু'জন ভ্রমণকারী দু'টি শয়তান এবং তিন জন মিলে একটি কাফেলা তৈরী হয়।

একা সফর করা মাকরূহ। নবী ﷺ একা সফর করাকে শয়তানের কাজ বলেছেন। কারণ শয়তান লাগামহীনভাবে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই চলে, যা ইচ্ছা তাই করে। এমনিভাবে একা ভ্রমণকারীর জন্য সফর অবস্থায় কোন সাহায্যকারী থাকে না, ভুল করলে সংশোধন করে দেয়ার মত কেউ থাকে না এবং পথ হারিয়ে ফেললে পথ দেখিয়ে দেয়ার লোক খুঁজে পায়না। তা ছাড়া একা ভ্রমণকারী বিপদাপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় অসুস্থ হলে সেবা করার জন্য কাউকে পাবে না। সে মারা গেলে তার কাফন-দাফন ও স্বজনদেরকে খবর দেয়ারও কেউ থাকে না। মূলতঃ অবস্থাভেদে একা ভ্রমণের হুকুম ভিন্নও হতে পারে। বিশেষ করে যখন কোন সাথী পাওয়া যাবে না এবং ভ্রমণ করা অত্যন্ত জরুরী তখন একা ভ্রমণ করা জায়েয। দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন বিপদাপদে পরস্পর সহযোগিতা করা, কাফেলার কেউ অসুস্থ হলে অন্যদের সেবা করা, জামাআতের সাথে নামায পড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের একাকী ভ্রমণ নিষিদ্ধঃ মহিলাদের জন্য যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ, এমন পুরুষের সাহচর্য ব্যতীত হজ্জ কিংবা অন্য সফরে বের হওয়া নিষিদ্ধ। যদিও মহিলা বৃদ্ধা হয় কিংবা সুন্দরী না হয়। সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে খুৎবায় বলতে শুনেছি, কোন পুরুষ যেন মাহরাম বিহীন মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে এবং কোন মহিলা যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। আর আমার স্ত্রী হজ্জের জন্য বের হয়ে গেছে। নবী ﷺ বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।[৫১]

নবী ﷺ স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত মহিলাদরেকে ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। হজ্জ কিংবা অন্য সফরের মাঝে পার্থক্য করেন নি। মহিলাদের বয়স বা অবস্থা সম্পর্কেও কোন কিছু বলেন নি। সকল মহিলাদের জন্য সকল অবস্থাতেই বিনা মাহরামে সফর করা নিষেধ।

মাহরাম হল, প্রত্যেক মহিলার স্বামী এবং যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম এমন পুরুষ। রক্ত সম্পর্কীয় এবং দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম, তারা হলেন, পিতা, পিতার পিতা- এভাবে যত উপরেই যাক না কেন, ছেলে, ছেলের ছেলে এভাবে যত নিচেই নামুক না কেন, ভাই, ভাতিজা এভাবে যত নিচেই যাক না কেন, চাচা এবং মামা ও তার উপরের পুরুষগণ।

বিবাহ সম্পর্কীত কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা হল, স্বামীর পিতা, পিতার পিতা এভাবে যত উপরেই উঠুক না কেন। স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে এবং ছেলের ছেলে এভাবে যত নিচেই যাক না কেন। স্ত্রীর কন্যার স্বামী, স্ত্রীর মাতার স্বামী।

বিনা প্রয়োজনে সফরে বেশি সময় অবস্থান করা সুন্নাতের পরিপন্থি: বিনা প্রয়োজনে পরিবার-পরিজন ছেড়ে সফরে যাওয়া ঠিক নয়। সফরে বের হওয়ার প্রয়োজন পড়লে প্রয়োজন সেরে দ্রুত চলে আসা উচিত। নবী ﷺ বলেন,

«السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ»

"সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর অবস্থায় মানুষের পানাহার ও নিদ্রা গ্রহণে কষ্ট হয়। অতএব মানুষ যখন সফরে তার প্রয়োজন পূরণ করে ফেলে, তখন সে যেন তার পরিবারের নিকট দ্রুত ফিরে আসে।[৫২]

সফরের দু'আ: নবী ﷺ সফরের শুরুতে তাঁর সামনে সওয়ারী (বাহন) উপস্থিত করা হলে তিনি বাহনের পিঠে পা রেখে বিসমিল্লাহ বলতেন। আর যখন বাহনে সোজা হয়ে বসতেন তখন বলতেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. {বাকী অংশ ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন}

[৫০] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ জিহাদ এবং ভ্রমণ হা: ২৯৯৮*
[৫১] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ বিবাহ হা: ৫২৩৩*
[৫২] *দেখুন, সহীহ বুখারী হা: ১৮০৪*

দা'ওয়াতে দীনের পদ্ধতি ও রূপরেখা

শাইখ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালিক*

(পর্ব-২)

❖ দা'ওয়াতে দ্বীনের হুকুম : দা'ওয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা সমগ্র জাতির ওপর একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সামর্থ্য ও জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী সর্বস্তরের মুসলিমদের ওপর তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সচেষ্ট হওয়া অতীব আবশ্যক। কারণ দ্বীনের অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্মের সাথে দা'ওয়াতে দ্বীনও একটি আবশ্যকীয় বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর দা'ওয়াতে দ্বীন ব্যতীত দ্বীনের প্রচার ও প্রসার কোনোটি সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তো সকল দ্বীনের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যই নাবী ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

তিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন সকল দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে।[৫৩]

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নাবী ﷺ-এর মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো সকল দ্বীনের উপর ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নাবী ﷺ-এর প্রধান ও কার্যকর হাতিয়ার ছিলো দা'ওয়াত ও তাবলীগ। তাঁর অবর্তমানে এ দায়িত্বটা তাঁর উম্মাতের ওপর সরাসরি অর্পিত হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং তারাই সফলকাম।[৫৪]

আলোচ্য আয়াতে কারীমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র জাতির মধ্য হতে একটি বিশেষ দল বা গোষ্ঠি দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ও দা'ওয়াত ও তাবলীগের নেতৃত্ব প্রদান করবে। এখানে উল্লেখিত উম্মাহ বা দল দ্বারা এমনটা ভাবার সুযোগ নেই যে, বিশেষ কোনো দল দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রতি আত্মনিয়োগ করলেই সবার জন্য হয়ে যাবে। বরং দ্বীনের দা'ওয়াত দেয়া মুসলিম সমাজের প্রতিটা মানুষের ওপর আবশ্যক।

আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

আমি নাবী ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন ; তোমাদের যে কেউ মন্দ কাজ দেখবে সে যেন তা তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তাতে সক্ষম না হলে যবান দ্বারা প্রতিহত করবে, তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দ্বারা প্রতিহত (ঘৃণা) করবে। আর এটাই ঈমানের সব থেকে দুর্বলতম স্তর।[৫৫]

হুযাইফাহ আল ইয়ামানী رضي الله عنه নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নাবী ﷺ বলেছেন :

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»

ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ প্রদান করবে এবং অসৎ

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। ও পাঠাগার সম্পাদক- ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[৫৩] সূরা তাওবা আয়াত : ৩৩

[৫৪] সূরা আলে ইমরান আয়াত : ১০৪

[৫৫] সহীহ মুসলিম হা : ৪৯

কাজ হতে নিষেধ করবে। তা না হলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন না।[৫৬]

এ মর্মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

হে রাসূল ! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন। যদি তা না করেন তাহলে আপনি তার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহই আপনাকে সুরক্ষা দান করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে কখনোই সৎপথ প্রদর্শন করবেন না।[৫৭]

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) আলোচ্য আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন : এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূলকে রিসালাতের প্রতি সম্বোধন করেছেন এবং রিসালাতের সমগ্র বিষয়াদী প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং নাবী ﷺও এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন।[৫৮]

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

«مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ كَذَبَ»

যে তোমাকে বলবে যে, নাবী ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তার বিন্দুমাত্র তিনি গোপন করেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।[৫৯]

উল্লেখিত দলীলগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, দা'ওয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা অপরিহার্য। এ মর্মে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

والدعوة الى الله واجبة على من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أمته.

যারা নাবী ﷺ-এর অনুসরণ করে তারাই নাবী ﷺ-এর উম্মাত, আর তাদের সকলের উপর দা'ওয়াতে দ্বীন অপরিহার্য।[৬০]

সুতরাং সকল মুসলিমের উপর দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা ওয়াজিব। নিজ নিজ অবস্থান থেকে দ্বীনের দা'ওয়াত না দিয়ে উদাসীনতায় দ্বীনি দা'ওয়াহ থেকে দূরে থাকলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলার সামনে নাবী-রাসূলগণ পর্যন্তও দা'ওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী ﷺ বলেছেন :

يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ: {وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣] فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

কিয়ামতের দিন নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে আহ্বান করা হলে তিনি বলবেন, হে রব, আমি আপনার পূতও পবিত্র দরবারে উপস্থিত রয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করে বলবেন; তুমি কি দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছে দিয়েছন? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁর স্বজাতিকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদের নিকট দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখন তোমার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি (নূহ (আলাইহিস সালাম)) বলবেন : মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মাতগণ। তখন তারা সাক্ষ্য দিবে যে, নূহ (আলাইহিস সালাম)

---

[৫৬] *তিরমিযী হা : ২১৬৯, সানাদ হাসান।*
[৫৭] *সূরা মায়িদা আয়াত : ৬৭*
[৫৮] *তাফসীর ইবনে কাছির-৩/১৩৬ পৃ :*
[৫৯] *সহীহ বুখারী হা : ৪৬১২*
[৬০] *মাজমুউল ফাতাওয়া- ২০/০৮ পৃ :*

তাঁর স্বজাতির কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নাবী ﷺ তোমাদের জন্য সাক্ষ্য হবেন। আর এটাই আল্লাহ তা'আলার বাণী : আর এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির সাক্ষ্য হতে পার। আর রাসূল ﷺ তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন।[৬১]

আলোচ্য হাদীসে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো : (১) উম্মাতে মুহাম্মাদী দা'ওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নাবীগণের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে যা অনেক বড় সম্মানের ও মর্যাদার বিষয়। যেখানে পূর্ববর্তী নাবীগণের রা তাদের দা'ওয়াত ও তাবলীগের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করবে, সেখানে উম্মাতে মুহাম্মাদী তাদের পক্ষে তথা দা'ওয়াতে দ্বীনের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

(২) নাবী রাসূলগণও কিয়ামতের দিন দা'ওয়াতে দ্বীনের ব্যাপারে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেন।

সুতরাং দা'ওয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের দা'ওয়াত একটি আবশ্যকীয় বিষয়। এ দা'ওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে যে উদাসীনতা প্রকাশ করবে কিংবা অবহেলায় তা পরিত্যাগ করবে অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন জবাবদিহিতার মুখে পড়বে।

উল্লেখিত দলীলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দা'ওয়াতে দ্বীন আল্লাহর দেয়া ফরযিয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি ফরয ইবাদত যা সমগ্র উম্মাতের ওপর বর্তায়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

মুমিন নর ও নারী পরস্পর বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।[৬২]

এ আয়াতে কারীমা প্রমাণ করে যে, উম্মাতের সকলের ওপর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করা আবশ্যক। অর্থাৎ দা'ওয়াতে দ্বীনের ক্ষেত্রে উম্মাতের কেউ দায়িত্বমুক্ত নয়।

এ ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো সমগ্র উম্মাতের পক্ষে কি একযোগে দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য আত্মনিয়োগ করা সম্ভব? আর উম্মাতের সকলেই কি দ্বীনের সকল বিষয়াদী সম্পর্কে সমান অভিজ্ঞ? দ্বীনের বিষয়ে যে মোটেও অভিজ্ঞ নয় অথবা দ্বীন বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞজন কিভাবে দ্বীনের দা'ওয়াত দিবেন? এ ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

وهذا الواجب وجب على مجموع الأمة: وهو فرض كفابية يسقط عن البعض بالبعض لقوله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآية.

এ আবশ্যকীয়তা তথা দা'ওয়াতে দ্বীন সমগ্র উম্মাতের উপর ওয়াজিব এবং এটা ফরযে কেফায়া। এ কাজে এক অংশের আত্মনিয়োগের মাধ্যমে অন্যরাও দায়মুক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী : 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে।[৬৩]

এখানে শাইখুল ইসলাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দা'ওয়াতে দ্বীন ফরযে কিফায়া হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দলীল হিসাবে যে আয়াতে কারীমাহ উল্লেখ করেছেন তাতে উল্লেখিত বাক্য ولتكن منكم أمة অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে যেন একটি দল থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখবে।

সুতরাং সমগ্র উম্মাতের পক্ষ হতে একটি দল বা গোষ্ঠী দ্বীনের দা'ওয়াতে নিয়োজিত থাকলে সমগ্র উম্মাতের ওপর থেকে দা'ওয়াতে দ্বীনের আবশ্যকতা শিথিল হয়ে যাবে এবং সর্বস্তরের মুসলিমদের ওপর তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হিসাবে গণ্য হবে।

শাইখ বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

فهي فرض كفابية اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقي سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا.

[৬১] *সূরা বাকারা আয়াত : ১৪৩, সহীহ বুখারী হা : ৪৪৮৭*
[৬২] *সূরা তাওবা আয়াত : ৭১*
[৬৩] *সূরা আলে ইমরান আয়াত : ১০৪, মাজমুউল ফাতাওয়া-২০/০৮ পৃ :*

সুতরাং এটা (দা'ওয়াতে দ্বীন) ফরযে কেফায়া। যখন কেউ দা'ওয়াতে দীনের কাজে দাঁড়াবে যা অন্যদের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে তখন অন্যদের ওপর থেকে আবশ্যকতা শিথিল হয়ে যাবে এবং অন্যদের দা'ওয়াতে দ্বীনের বিধান সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও গুরুত্বপূর্ণ সৎ আমলে পরিণত হবে।[৬৪]

তিনি আরো বলেন: নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা নির্দিষ্ট ও পরিচিত অঞ্চলের কেউ যদি দা'ওয়াতে দ্বীনের জন্য এগিয়ে না আসে তাহলে সমগ্র জাতি পাপি হবে এবং দা'ওয়াতে দ্বীনের আবশ্যকতা সমগ্র জাতির ওপর বর্তাবে। আর তখন প্রত্যেক মুসলিমকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী দা'ওয়াত ও তাবলীগের ওপর অবিচল থাকতে হবে।[৬৫]

❖ দা'ওয়াতে দ্বীনের অগ্রগামী দল ওলামাগণ :

দ্বীনি দা'ওয়াতের গুরুত্ব দায়িত্ব ওলামাগণের উপরই সর্বপ্রথম বর্তায় কারণ, তাঁরা নাবীগণের উত্তরাধিকারী। আম্বিয়াগণ ছিলেন দ্বীনের দা'ঈ আর তাঁদের দায়িত্বটা তাদের যোগ্য উত্তরাধিকারদের উপর অর্পিত হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

তোমাদের মধ্য হতে যেন একটি দল থাকে, যারা সৎপথে মানুষদেরকে আহ্বান করবে। এ দল বলতে তো, ওলামাগণের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জাতির বিজ্ঞজন যারা দ্বীনের সকল বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ তারা দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করা তাদের ওপর ফরয। কারণ তারাই নাবী পরবর্তী ওহীর জ্ঞানের ধারক ও বাহক। নবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

নিশ্চয় ওলামাগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে দীনার কিংবা দিরহাম রেখে যাননি। বরং তারা উত্তরাধিকার হিসাবে ইলম তথা দ্বীনি জ্ঞান রেখে গেছেন।[৬৬]

সুতরাং নবীগণের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী যারা দা'ওয়াতে দ্বীনের গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর সর্বপ্রথম বর্তায়। আর প্রতিটি জাতির মাঝে বিশেষ দল বা গোষ্ঠী হলো সে জাতির আলেমগণ। অনুরূপ মুসলিম জাতির মাঝেও বিশেষ দল বা গোষ্ঠী হলো মুসলিম আলেমগণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

মুমিনদের সকলের একসাথে বেরিয়ে পড়া সঙ্গত নয়। অতঃপর তাদের প্রত্যেক দল থেকে এক অংশ কেন বের হচ্ছে না যাতে তারা দ্বীনের পান্ডিত্য অর্জন করে এবং তাদের স্বজাতিকে সর্তক করে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে যাতে তারা সতর্ক হয়।[৬৭]

আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি দ্বীনি ইলম অর্জনের মৌলিক দলীল। যেখানে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের ইলম অর্জন করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেন: لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ যাতে তারা দ্বীনের বিষয়ে পান্ডিত্য অর্জন করে। এরপরই আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের দা'ওয়াতের নির্দেশ প্রদান করে বলেন: وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ তারা যেন তাদের স্বজাতিকে সর্তক করে। অর্থাৎ তারা যেন তাদের স্বজাতিকে দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়।

সুতরাং দ্বীনের ইলম ও দ্বীনের দা'ওয়াত একই সূত্রে গাঁথা পারস্পারিক পরিপূরক একটি বিষয়। ইলম ছাড়া দা'ওয়াতে দ্বীন যেমন অচল ঠিক তেমনি দা'ওয়াতে দ্বীন ছাড়া ইলম শুধু মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং দ্বীনি ইলম অর্জনকারী প্রত্যেকের ওপর দা'ওয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা ফরয। কেননা যখন আলেমগণ দ্বীনের দা'ওয়াত থেকে উদাসীন হবেন তখন অজ্ঞ লোকেরা ওলামার স্থান নিয়ে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজে মনোনিবেশ করবে। ফলে তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে।

দ্বীনের বিষয়ে বিজ্ঞ ও অজ্ঞজন সকলেই দ্বীনের দা'ওয়াত দিবেন, অবশ্যই তা নিজ নিজ অবস্থান

[৬৪] *মাজমূউল ফাতাওয়া-১/৩৩০ পৃ:*
[৬৫] *মাজমূউল ফাতাওয়া-১/৩৩০ পৃ:*
[৬৬] *তিরমিযী হা: ২৬৮২, সনদ সহীহ*
[৬৭] *সূরা তাওবা আয়াতা: ১২২*

থেকে। অজ্ঞজন যখন বিজ্ঞজনের জায়গায় এসে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবেন তখনই তো বিপত্তি ঘটে থাকে। ইমাম নাববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন :

فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل لك للعلماء.

যদি আবশ্যকীয় কার্যগুলো প্রকাশ্য হয় এবং হারাম বিষয়গুলো প্রসিদ্ধ হয়; যেমন: সালাত, সিয়াম, যেনা ও মদপানসহ অন্যান্য বিষয়া। এগুলো সম্পর্কে সকল মুসলিম সম্যক অভিজ্ঞ।

আর যদি দ্বীনের অতি সূক্ষ্ম কথা কিংবা কার্যাবলী যেগুলো গবেষণা নির্ভর সেগুলোতে সর্বসাধারণের কোনো বিষয় নয়, এবং এ সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তাদের অস্বীকার করারও কোনো সুযোগ নেই বরং এটা সম্পূর্ণ আলেমগণের বিষয়।[৬৮]

উল্লেখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দা'ওয়াতে দ্বীনের দুটি স্তর রয়েছে; (১) দ্বীনের বাহ্যিক বিষয়াদী। যেমন: ফরয ইবাদতগুলো- যথাক্রমে: সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতসহ আবশ্যকীয় সকল বিষয় এবং হারাম বিষয়গুলো- যথাক্রমে যেনা, মদপান, ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়াসহ এ সংক্রান্ত বিষয়।

এসব বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মুসিলমগণ বেশ অভিজ্ঞ। সুতরাং এসব বিষয় সম্পর্কে সর্বস্তরের মুসলিমদের উপর দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা ওয়াজিব।

(২) দ্বীনের অতি সুক্ষ্ম বিষয়গুলো, যেগুলো ব্যাপক গবেষণার চাহিদা রাখে এমন বিষয়গুলো যেহেতু ওলামা ব্যতীত জনসাধারণের বোধগম্য বিষয় নয় বিধায় দা'ওয়াতে দ্বীনের এ সুক্ষ্ম বিষয়গুলো শুধুমাত্র ওলামার সঙ্গে সুনির্ধারিত। এসব সূক্ষ্ম বিষয়ের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা ওলামার ওপর ওয়াজিব যা কোনোক্রমেই সাধারণ মুসলিমদের ওয়াজিব নয়। **ইনশা-আল্লাহ চলবে।**

[৬৮] *সহীহ মুসলিম বিশারহিন নাববী: ২/২৩ পৃ:*

"ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখের জন্য স্থায়ী সুখের প্রতি আমাদের অবহেলা"

মোঃ আবুল খায়ের★

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রেরিত দুনিয়ার সর্বশেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া হাদীসের প্রতি বিশ্বাসী মানুষদের জীবন প্রবাহিত হওয়ার সময় বা কাল দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ দুনিয়াবী জীবন বা ইহকালীন জীবন। দ্বিতীয়তঃ পরকালীন জীবন বা আখেরাত জীবন। দুনিয়াবী জীবন বা ইহকালীন জীবনের সময় অতি সংক্ষিপ্ত, অপরদিকে পরকালীন জীবন বা আখেরাতের জীবন অনন্তকালব্যাপী। ফলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের উচিৎ, যেস্থানে অনন্তকাল জীবনকে প্রবাহিত করতে পারবো সেটাকে অগ্রাধিকার দেয়া। অন্যদিকে যে স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত সময় অবস্থান হবে তার প্রতি কম আগ্রহ প্রকাশ করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ঠিক এর উল্টোটাকে আমরা বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কারণ মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষকেই একমাত্র ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোঝার বিবেক দিয়েই সৃষ্টি করেছেন যেটা অন্য কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য আমরা মানুষ নামক জীবটি দারুণ স্বার্থপর। নিজের সুবিধা এবং স্বার্থ উদ্ধারে আমাদের বিবেক হয়ে যায় একেবারে অন্ধ। এক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার যাচাই-বাছাই করার জন্য ন্যূনতম সময়টুকুও আমরা ব্যয় করি না। অন্যদিকে নিজের সুবিধা উদ্ধার করার জন্য সকল আরাম-আয়েশ পরিহার করে ২৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে মোটেই কষ্ট হয় না। আর এটা করি শুধুমাত্র দুনিয়ায় ক্ষণস্থায়ী জীবনের একটু সুখের জন্য অথচ অনন্তকালব্যাপী

★ *সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ কলারোয়া সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ।*

যেখানে আমাদের অবস্থান হবে তার প্রতি আমাদের দারুন অবহেলা, একটু চিন্তা-ভাবনা করার সময়ও আমাদের নেই।

এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এ ধরনের মানসিকতা থেকে ফিরে আসার জন্য পবিত্র কুরআনুল কারিমের সূরা আল হাদীদ এর ২০ নং আয়াতে বলেন:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

অর্থ, তোমরা জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন তো খেল তামাশা, জাকজমক, পারস্পারিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এর উপমা হচ্ছে বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা হলুদ বন দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়কুটোয় পরিণত হয়। আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ধোঁকা ব্যতীত কিছুই নয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ দুনিয়াবী জীবনের সব কিছুকেই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যার একটি বাস্তব এবং যথাপোযুক্ত দৃষ্টান্তও উল্লেখ করেছেন। যেমন মানুষের জন্মের পর প্রথমেই শুরু হয় তার শিশু ও শৈশবকাল এ সময়গুলো পার করে খেলাধুলা এবং তামাশার মাধ্যমে, দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে যৌবনকাল। এসময় মানুষ তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, শান-শওকত ইত্যাদি বিষয়ে চাকচিক্য প্রদর্শনে ব্যস্ত থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে আসে বৈবাহিক জীবন এ জীবনে মানুষ তার সন্তান-সন্ততি এবং ধন-দৌলত অর্জনের মাধ্যমে পারস্পরিক গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতিযোগিতা করতে করতে তার মূল্যবান জীবনকে অতিবাহিত করে থাকে। যারা এভাবে ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়াবী জীবনের মোহে মোহিত হয়ে দীন-ধর্মের তোয়াক্কা না করে জীবনকে অতিবাহিত করে তাদের উদাহরণ হচ্ছে বৃষ্টির মতো যা নাযিল হলে মৃত জমিনকে সবুজ শ্যামল ও তরতজা করে কৃষকদের মন জুড়িয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ শুকিয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে টুকরো টুকরো হয়ে খড়কুটোয় পরিণত হয়। এভাবে কৃষকদের বুকভরা আশা যেমন নিরাশায় পরিণত হয় ঠিক তেমনি ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া নিয়ে যারা পরম পরিতৃপ্তিতে জীবন অতিবাহিত করেছে তাদের অবস্থাও অনুরূপ।

পক্ষান্তরে মুমিনদের জন্যও আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থ, তোমরা স্বীয় রব্বের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার প্রসারতা ও বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ যা আল্লাহভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে। অতএব, আমাদেরকে এমন সব কাজ করা দরকার যার দ্বারা আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন করে ক্ষমা পেতে পারি। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া শুধুমাত্র প্রতারণার বেড়া। সেজন্য আমাদেরকে খুবই সতর্কতার সাথে চলতে হবে; প্রতারণার এ ফাঁদ এড়ানোর জন্য। কারণ যদি একবার পা পিছলে ফাঁদে পড়ে যাই তাহলে ফিরে আসা কঠিন ব্যাপার। সবর্দা মনে রাখতে হবে, ভুলক্রমেও যেন এ নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতের ওপর আমরা আখিরাতকে প্রাধান্য না দেই। সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, দুনিয়া ধ্বংসশীল আর আমাদের বয়সও নির্ধারিত, সময় হলেই চলে যেতে হবে সেই অনন্তকালের ঠিকানায়। পৃথিবীতে একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি মৃত্যুকে বরণ করবেন না আর এ সত্য কথাটা আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় বারবার আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "কুল্লু নাফসিন জায়িক্বাতুল মাউত" জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। মনে রাখতে হবে, ক্ষণস্থায়ী এ

দুনিয়ায় আমরা মুসাফিরের মতো একটু বেড়াতে এসেছি, আবার আসল ঠিকানায় ফিরে যেতে হবে। এর বিকল্প কোনো কিছু নেই। বিষয়টিকে আমরা সহীহ মুসলিম- ১১৩ নং হাদীসের মাধ্যমে আরো পরিষ্কারভাবে জানতে পারি।

একদা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ীতে গমন করেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় স্ত্রীদের থেকে ঈলা করছিলেন। (কিছু দিনের জন্য স্ত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে ঈলা বলে) সেজন্য রাসূল ﷺ একাকি ছিলেন। হযরত উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন, তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন এবং বললেন; হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, রোম সম্রাট কাইসার এবং পারস্য সম্রাট কিসরা তারা কত আরামে দিন অতিবাহিত করছে, আর আপনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় মনোনীত বান্দা ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও আপনার এ করুণ অবস্থা। একথা শোনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন; হে ইবনুল খাত্তাব! তুমি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছ? অতঃপর তিনি বললেন, এরা হলো ঐসব লোক যারা তাদের পার্থীব জীবনেই তাদের ভৌগ্যবস্তু পেয়ে গেছে।

অনুরূপ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আরো একটি হাদীস তিনি বলেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ " مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

একদা রাসূল ﷺ চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন। ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি ঘুম থেকে ওঠার পর আমি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে বললাম; হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! চাটাইয়ের ওপর আমাকে কিছু বিছিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন: দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি কোথায় ও দুনিয়া কোথায়? আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হলো সেই পথচারী পথিকের মতো, যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, তারপর গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে চলে যায়।[৬৯]

অন্যদিকে সাহল ইবনু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া সম্পর্কে আমরা আরো স্পষ্টভাবে জানতে পারি, তিনি বলেন:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার পরিমাণও হতো তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।[৭০]

পরিশেষে উপরে উল্লেখিত কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, দুনিয়া একটা ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল স্থান। সেজন্য এ স্থানের সজীবতা, চাকচিক্য, জৌলুস এবং আকর্ষণীয় ভৌগ্যবস্তুর প্রতি মোহিত হলে চলবে না। কারণ এ সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। মানুষের জীবন ও অনুরূপ প্রথমে আসে যৌবন, পরে অর্ধ বয়স এবং শেষে আসে বার্ধক্য এবং মৃত্যু। তাই যৌবন বয়সের রক্তের গরম এবং ক্ষমতার দাপটের কারণে পরকালীন জীবনের প্রতি আর অবহেলা না করে কাঙ্ক্ষিত সেই স্থায়ী নিবাসের সুখের জন্য এখনও কিছু পাথেয় সংগ্রহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন আমীন। ▣▣

[৬৯] *তিরমিযী হা: ২৩৭৭, ইবনু মাযাহ হা: ৪১০৯, সিলসিলা সহীহা হা: ৪৩৯*
[৭০] *সহীহ তিরমিযী হা: ২৩২০*

"একটি পূর্ণাঙ্গ দুআর রূপরেখা"

আবু আনাস আমিন আশরাফ [*]

المقدمة ভূমিকা :- শুরু করছি আল্লাহর নামে। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী করে। জীবনের প্রতিটি পরতে তাকে রবের মুখাপেক্ষী হতে হয়। নিঃশ্বাস নেয়া থেকে শুরু করে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, জন্ম থেকে মৃত্যু, নিরবধি সবকিছুতেই তাকে রবের সাহায্য নিতে হয়।

বিশ্বাসীগণ রবের সকল নিয়ামতকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুগত থাকে। আর অবিশ্বাসীগণ অহমিকায় ফেটে পড়ে বিদ্রোহী হয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। বিশ্বাসীগণ আল্লাহর নেয়ামতকে তাঁর অনুগ্রহ মনে করে।

আর অবিশ্বাসীগণ তা নিজেদের কৃতিত্ব অর্জন মনে করে। একজন অনুগত বান্দার উচিৎ সে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রেখে কৃতজ্ঞ থাকবে ও তাঁর নিকট সাহায্য চাইবে। আমরা অনেকেই আল্লাহর নিকট আমাদের অভাব-আবদার, আরজি-অভিব্যক্তি পেশ করে থাকি। দেখা যায়, অনেকসময় তা কবুল হয় আবার হয় না। কিন্তু কেন তা কবুল হয় না! কী কারণে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়? আল্লাহর নিকট কিভাবে চাইলে তিনি খুশি হন, চাওয়া পূরণ করেন, দুআ কবুলের কি কোন শর্ত, দিনক্ষণ, স্থান, কাল, পাত্র রয়েছে? শান্তি অবতীর্ণ হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। যিনি উম্মতকে দিশা দিয়েছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা একটি 'পূর্ণাঙ্গ দুআর রূপরেখা' সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারাবাহিক আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশা আল্লাহ।

❖ **تعريف الدعاء দুআর পরিচয় :-** الدعاء بمعني النداء، الطلب، والإبتهال দুআ শব্দটি আরবি। এর অর্থ - ডাকা, আহবান করা, চাওয়া, মিনতি করা, আরজি পেশ করা ইত্যাদি।

❖ **معنى الدّعاء: দুআ অর্থ:-**

الدُّعاء: هو إظهار غاية التذلُّل والافتقار إلى الله، والاستكانة له؛

নিজেদের দুর্বলতা অযোগ্যতা অপারগতা প্রকাশ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা এবং কেবলমাত্র তার নিকট নতি স্বীকার করা।[৭১]

❖ **وايضا :- سؤال العبد ربه حاجته** রবের নিকট বান্দার অভাব-আবদার পূরণের আরজি পেশ করাকে দুআ বলে।

❖ فضل الدعاء وأهميته দুআর গুরুত্ব ও ফযিলত : الدعاء عبادة দুআ একটি ইবাদত :

عن النعمان بن بشير، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدعاء هو العبادة .

নুমান ইবনু বাশির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন - নিশ্চয় দুআ হলো একটি ইবাদত। অর্থাৎ দুআর মাধ্যমে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান সাব্যস্ত করা হয়।[৭২]

❖ **الدعاء طاعة لله وامتثال لأمره :-** দুআর মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন করা হয়।

قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

আর তোমাদের রব বলেছেন- তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহমিকাবশে আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

আমি জিন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও

---

[*] *শিক্ষার্থী, হাদিস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা, সৌদি আরব।*

[৭১] *ফাতহুল বারী লি ইবনে হাজার আল আসকালানী ১১/৯৮ পৃষ্ঠা*

[৭২] *আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারি হা: ৭১৪*

চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।[৭৩]

❖ الدعاء سبب لدفع غضب الله দুআর মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধকে প্রশমিত করা যায়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه.

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চাইনা, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন।[৭৪]

অর্থাৎ এর দ্বারা ব্যক্তি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে বিধায় আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। তাদের এ ধরনের নিকৃষ্ট অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে খণ্ডন করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

হে লোকসকল! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ তো অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।[৭৫]

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ আল্লাহ তো পরিপূর্ণ ধনী। আর তোমরাই তার প্রতি মুখাপেক্ষী।[৭৬]

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾

হে মুহাম্মাদ বলো, পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি আর কাউকে নিজের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবো? অথচ তিনি জীবিকা দান করেন, জীবিকা গ্রহণ করেন না।[৭৭]

রাসূল ﷺ বলেন- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ﴾

হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সব মানুষ এবং সব জিন মিলে যদি তোমাদের সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের সকলের তাকওয়া যদি আল্লাহর সর্বোত্তম বান্দার তাকওয়ার মতো হয়ে যায় তাহলে তা আমার রাজত্বের মধ্যে কিছুই বাড়াতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সব মানুষ এবং সব জিন মিলে যদি সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দার অন্তরে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ তোমাদের পাপাচার ও অবাধ্যতা যদি ইবলীসের অবাধ্যতার মতো হয়ে যায়, তাহলেও তা আমার রাজত্ব ও ক্ষমতার কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! তোমাদের সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তোমাদের সব মানুষ এবং সব জিন মিলে যদি একটি মাঠে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি যদি তাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা অনুপাতে দান করি, তাহলেও আমার ভাণ্ডার থেকে কেবল ঐ পরিমাণই কমতে পারে যেমন সাগরে একটি সুই ঢুকালে উহা যে পরিমাণ পানি কমিয়ে দেয়'।[৭৮] ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ত্বহাবীর উক্তি, بلا مؤنة অর্থ হলো কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই।

❖ الدعاء سبب لدفع البلاء দুআর মাধ্যমে আগত-অনাগত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء".

মুয়াজ ইবনে জাবাল رضي الله عنه রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন। রাসূল স. বলেছেন, আত্মরক্ষার্থে তোমাদের সাবধানতা সতর্কতা ভাগ্যের কোন উপকার বয়ে আনে না বরং দুআয় তোমাদের আগত-অনাগত সকল কিছুর

[৭৩] *সূরা যারিয়াত আয়াত: ৫৬-৫৮*
[৭৪] *তিরমিযী-৩৩৭৩*
[৭৫] *সূরা ফাতির আয়াত: ১৫*
[৭৬] *সূরা মুহাম্মাদ আয়াত: ৩৮*
[৭৭] *সূরা আল আনআম আয়াত: ১৪*
[৭৮] *আক্বিদাতুত ত্বহাবিয়া, ইমাম ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাফি*

কল্যাণ বয়ে আনে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা দুআর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট ও যত্নবান হও।[৭৯]

❖ الداعي في معيـة الله দুআকারী সারাক্ষণ আল্লাহর অনুগ্রহ অনুকম্পা ও নিরাপত্তার মাঝেই অবস্থান করে।

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : قال النـبي – صـلى الله عليه وسـلم – : يقـول الله تعـالى : (أنـا عنـد ظـن عبدي بي ، وأنـا معـه إذا ذكـرني ، فـإن ذكـرني في نفـسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملإ ذكرتـه في مـلإ خـير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا ، وإن تقـرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে স্মরণ করে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে স্মরণ করে তার মনে, আমি তাকে স্মরণ করি আমার মনে। আর সে যদি স্মরণ করে আমাকে মানুষের দলে, আমি তাকে (অনুরূপ) স্মরণ করি তাদের চেয়েও সর্বোত্তম দলে। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে একহাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে একহাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে দুই হাত বা বাহু এগিয়ে যাই, সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৮০]

অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের সকল কিছু তার অনুকূলে করে দেন বিধায় সবকিছু তার জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায়।

আল্লাহর আসা বলতে তিনি স্বশরীরে আসেন এমনটি নয়, অর্থাৎ তার সাহায্য সহযোগিতা অনুগ্রহ অনুকম্পা নিরাপত্তা ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা। যেমনটি বদর, ওহুদ, খন্দক, ফাতহে মাক্কায় প্রমাণিত হয়েছিল।

❖ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় হলেও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

দেখা গেছে, অনেকসময় আমরা বড় বড় বিষয় বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহকে স্মরণ করি।

আমাদের ভাবটা এমন- যেন আমরা ছোট বিষয়গুলি নিজেরা সমাধান বা সেরে নিতে পারি, আর বাকি বড় বিষয়গুলো আল্লাহর জন্য রেখে দেই। কেউ যদি এমনটা করে থাকে তাহলে সে শিরক করে থাকে। অর্থাৎ ছোট-বড় সবকিছু যদি আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে না দেন তাহলে কোনোকিছুই আমাদের জন্য সহজসাধ্য হবে না। যেমনটি আমরা হাদিসে দেখতে পাই-

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ)، ومعـنى : (حتى الشسع) أي : حتى إصلاح النعل إذا انقطع.

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর কাছে সকল কিছুই চাও যদিও তা জুতার ফিতা হয়। কেননা যদি আল্লাহ তা'আলা তা তোমাদের জন্য সহজ না করেন তাহলে তা তোমাদের জন্য সহজতর হবে না তা কঠিনতর হয়ে যাবে। আর কারো সাধ্য নেই তাকে সহজতর করার।

এখানে এত ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিষয় উল্লেখ করার অর্থ হলো আমরা অন্তরে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করছি কিনা আল্লাহ তা দেখবেন। আমরা যে অপারগ, অসহায়, দুর্বল এটা প্রকাশ করা আর তিনি যেসব বিষয়ে পারঙ্গম সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান সব বিষয়ে আমরা তার মুখাপেক্ষী এটা প্রমাণ করা।

❖ মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, অন্ন, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনের নিরাপত্তা, পাপ মার্জনা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যথাযথ পূরণ করে থাকেন। যেমনটি হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ বলেন :

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قـال :يـا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بيـنكم محرمًا؛ فلا تظـالموا يـا عبـادي، كلكـم ضـال إلا مـن هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكـم جـائعٌ إلا من أطعمته، فاسـتطعموني أُطعمكـم. يـا عبـادي، كلكم عارٍ إلا من كسوتُه، فاستكسوني أَكْسُكم. يـا عبادي، إنكـم تخطئـون بالليـل والنهـار، وأنـا أغفـر

[৭৯] আহমাদ,তাবারানী
[৮০] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفـر لكـم. يـا عبـادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتـضروني، ولـن تبلغـوا نفـعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخـركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجـر قلـب رجـلٍ واحـدٍ منكم، ما نقص [ذلك] من ملكي شيئًا. يا عبادي، لـو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني، فأعطيت كل واحدٍ مسألته - ما نقـص ذلك مـما عندي إلا كما يـنقص الـمخيط إذا أدخـل البحر. يا عبادي، إنـما هي أعمالكم أحـصيها لكـم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمَـدِ الله، ومـن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه) قال أبـو سـعيد : وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدَّث به جثا على ركبتيه.

আবু যর ﷺবলেন: রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার ওপর যুলম হারাম করেছি, আমি তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি অতএব, তোমরা যুলম কর না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই গোমরাহ, তবে আমি যাকে হেদায়েত দেই। অতএব, আমার কাছে হিদায়াত তলব কর আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দেই। অতএব, আমার নিকট খাদ্য তলব কর আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে বিবস্ত্র, তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি, অতএব, আমার নিকট বস্ত্র তালাশ কর আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত ও দিনে ভুল কর, আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করি। অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। আর না তোমরা আমার উপকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যে আমার উপকার করবে। যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ -পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ব্যক্তির মতো হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন সকলে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকের মত হয়ে যাও, তাও আমার রাজত্ব সামান্য হ্রাস করবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ এবং মানুষ ও জিন এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তাও আমার নিকট যা রয়েছে তা হ্রাস করতে পারবে না, তবে সুই যে পরিমাণ পানি হ্রাস করে যখন তা সমুদ্রে প্রবেশ করানো হয়। হে আমার বান্দাগণ! এ তো তোমাদের আমল যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পূর্ণ করে দেব। অতএব যে ভালো কিছু পেল সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, যে অন্য কিছু পেল সে যেন নিজেকে ভিন্ন কাউকে দোষারোপ না করে"।[৮১]

আবূ সায়িদ বলেন: আবূ ইদরিস খাউলানি যখন এ হাদিস বলতেন: হাঁটু গেড়ে বসতেন।

تستعمل كلمة "الدعاء" للدلالة على معنيين اثنين ❖

দুআ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

١،١. دعاء المسألة. আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা।

وهو طلب ما ينفع ، أو طلب دفع ما يـضر بـأن يـسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ودفع ما يضره في الدنيـا والآخـرة. كالدعاء بـالمغفرة والرحمـة ، والهدايـة والتوفيق ، والفوز بالجنة ، والنجاة من النار، وأن يؤتيه الله حسنة في الدنيا ، وحسنة في الآخرة ... إلخ.

সেটি কোন কল্যাণকর হতে পারে অথবা কোন অনিষ্ঠকারী বিষয় হতে মুক্তি চাওয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণকর বিষয় কামনা করা ও সকল অকল্যাণকর বিষয় থেকে মুক্তি চাওয়া। এছাড়া

[৮১] সহীহ মুসলিম

আল্লাহর কাছে হেদায়াত, তাওফিক, জান্নাত প্রাপ্তি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করা।

যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আনাস (রযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময়ই এ দুআ পড়তেন, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর।[৮২]

২.২.২. دعاء العبادة. ইবাদতের মাধ্যমে দুআ করা:-

والمراد به أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى، بأي نوع من أنواع العبادات ، القلبية أو البدنية أو المالية، كالخوف من الله ومحبة رجائه والتوكل عليه، والصلاة والصيام والحج ، وقراءة القرآن والتسبيح والذكر، والزكاة والصدقة والجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..... إلخ.

এর অর্থ হল, বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করবে তার অনুগত হয়ে থাকবে যেকোনো প্রকার ইবাদত হোক না কেন তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে। সেটি আত্মিক, শারীরিক, আর্থিক যেকোন প্রকারের ইবাদত হোক না কেন। যেমন- (আত্মিক) আল্লাহকে ভয় করা, তাকে মহব্বত করা, তার ওপর ভরসা করা, আস্থা রাখা ইত্যাদি কেবলমাত্র তার জন্য। (শারীরিক) সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হজ্ব পালন করা হোক, কুরআন পাঠ করা, তাসবিহ তাহলিল যিকির আযকার পাঠ করা। (আর্থিক) যাকাত, সাদাকা প্রদান করা এছাড়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহবান করা, সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি। এসবই ইবাদত আর এগুলো পালনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুকম্পায় থাকা যায়। **(ইনশা আল্লাহ, চলমান..)**

[৮২] *সূরা বাকারা আয়াত: ২০১, সহীহ মুসলিম হা: ৪৫২২*

কী ঘটবে যদি ১ সেকেন্ডের জন্যও থেমে যায় পৃথিবী?

পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার টিকে থাকা পুরো ব্যাপারটাই জটিল, রহস্যময়। সেখানে নানা কার্যকারণ সম্পর্ক। সেই সম্পর্কের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন প্রায়ই উঠে পড়ে যে, কোটি কোটি বছর ধরে ঘুরতে থাকা এই পৃথিবী যদি থেমে যায় কী হবে?

পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় নিজেকে এক পাক ঘুরতে পারে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের এই গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল ধরা হয়। মানুষ অবশ্য এই গতি বুঝতে পারে না, কারণ তারাও এর সঙ্গে ঘুরতে থাকে।

এই পৃথিবী যদি সেকেন্ডের জন্যও তার ঘূর্ণন বন্ধ করে দেয়, কী হবে তখন?

এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা কাল্পনিক মডেল তৈরি করেছেন। মুহূর্তে স্তব্ধ পৃথিবী যদি হঠাৎ তার ঘোরা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এই গ্রহের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মত বিজ্ঞানীদের। ধরা যাক, কোনও অতি দ্রুত গতিশীল যান যেতে যেতে যদি হঠাৎ করে ব্রেক কষে, তা হলে তার যাত্রীরা যেমন আচমকা সামনের দিকে ছিটকে যাবেন তেমনই এত দ্রুত গতিতে ঘুরতে থাকা পৃথিবী হঠাৎ তার ঘোরা বন্ধ করে দিলে পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে সামনের দিকে ছিটকে যাবে।

মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে। সমস্ত আবাসন-নির্মাণ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

ঘটবে মহাপ্রলয়। সমুদ্র বিচিত্র আচরণ করবে। আবহাওয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠবে। বাতাসের দিকবদলও ঘটবে। এবার ধরা যাক, ১ সেকেন্ড নয়, যদি পৃথিবী বরাবরের জন্যই থেমে যায়? তাহলে কী হবে? উপরে যা যা লেখা হল, সেসব তো ঘটবেই।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন ঘটলে গ্রহের অর্ধেক অংশকে প্রতিনিয়ত সূর্যের তাপে থাকতে হবে, বাকি অর্ধেককে তীব্র ঠান্ডার সম্মুখীন হতে হবে। এই কারণে, অনেক প্রাণী আক্রান্ত হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিলুপ্ত হবে মানবজাতি। পৃথিবী তার নিজের কক্ষপথ থেকে ছিটকে যাবে। হয়তো চিরদিনের মতো বিলীন হয়ে যাবে মহাশূন্যে। তবে, পৃথিবী থেমে গেলে আরও কী কী পরিণতি হবে, তা পুরোপুরি কল্পনা করা কঠিন। *সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব*

ইসলামে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারনীতি

ইয়াছিন মাহমুদ বিন আরশাদ ❋

ফজরের সালাতে মসজিদ লোকে টইটম্বুর। তিল ধরার জায়গাটুকুও নেই। সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসতেই সাহাবাগণ এগিয়ে বসলেন। রাসূল ﷺ-এর ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক চিলতে মুচকি হাসি। তিনি বললেন: তোমরা হয়তো বাহরাইন থেকে সম্পদ নিয়ে আবু উবায়দার আগমন-সংবাদ পেয়েছ? সকলে সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং আশাবাদী হও। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য দরিদ্র্যতার আশঙ্কা করি না। বরং আমি আশঙ্কা করি, পূর্ববর্তীদের মতো তোমাদের কাছেও দুনিয়ার প্রাচুর্য আসবে। সেটা পাওয়ার জন্য তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে, যেমনটা তারা করেছিল। ফলে সম্পদ তাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, তোমাদেরকেও ধ্বংস করে দিবে।[৮৩]

সম্পদ আল্লাহর একটি অসামান্য নিয়ামত। এর মাধ্যমে যেমন পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব, তেমনি সম্ভব পরকালের পুঁজি সঞ্চয়। তবে কেন এ-নিয়ামতের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল এতটা চিন্তিত? কারণ দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাতে ওই রিকশাচালকের জীবন ঠিক-ই চলে যায়, কিন্তু যুদ্ধ বাধে কোটিপতি বাপের দুই আদুরে সন্তানের মাঝে। পৃথিবীর যত বিপর্যয় তার অনেকাংশের জন্যেই দায়ী সম্পদের প্রাচুর্য।

সম্পদ উপার্জন বা ব্যবহার করতে ইসলাম নিষেধ করেনি। বরং, ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর একটি হলো সম্পদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। তবে, তা উপার্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসরণকে বাধ্যতামূলক করেছে। সম্পদকে কেন্দ্র করে যত বিপর্যয়, সে সবের পেছনে একমাত্র কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বিধানগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ না করা। তাই সম্পদ উপার্জনে সঠিক পন্থা অনুসরণ এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **সম্পদ উপার্জনে ইসলামী শরী'য়ার দিক-নির্দেশনা :** সম্পদ উপার্জনের হাজারো মাধ্যম আমাদের সমাজে বিদ্যমান। তন্মধ্যে ইসলাম যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো ব্যতীত সব পন্থাই বৈধ। বৈধ পন্থার তুলনায় অবৈধ মাধ্যমগুলো খুবই কম। তাই নিষিদ্ধ পন্থাগুলো জেনে নিলেই সঠিক পথে সম্পদ উপার্জন খুব সহজ হয়ে যায়।

সম্পদ উপার্জনের এসব নিষিদ্ধ পন্থাকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করতে পারি।

১. রিবা (সুদভিত্তিক লেনদেন)

২. গারার (ধোঁকার মাধ্যমে উপার্জন)

৩. জুলুম (অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করা)

এক. রিবা বা সুদভিত্তিক লেনদেন :

আমাদের সমাজে তিন ধরনের সুদের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

❖ **১. ربا الفضل** বা অতিরিক্ত গ্রহণের মধ্যকার সুদ। এ ব্যাপারে রাসূল সা. থেকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " .

আবূ সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর ও লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান পরিমাণ ও নগদ নগদ হতে হবে।

❋ *শিক্ষক: মাদরাসা খাইরুল উম্মাহ, চট্টগ্রাম।*
দাওরায়ে হাদিস: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

[৮৩] *সহীহ বুখারী হা: ৪০১৫*

এরপর কেউ যদি বাড়তি কিছু প্রদান করে বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা সুদ হয়ে যাবে। গ্রহণকারী ও প্রদানকারী এতে একই রকম (অপরাধী) হবে।[৮৪]

যদি একই জাতীয় পণ্যের মান বা দামে তারতম্য থাকে তবুও সেক্ষেত্রে কমবেশ করা নিষিদ্ধ হবে।

হাদীসে এসেছে:

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কিছু বারনী খেজুর (উন্নতমানের খেজুর) নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে দুই সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভালো খেজুর কিনেছি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সুদ! এটাতো একেবারে সুদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকৃষ্ট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সে মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।[৮৫]

❖ **২. ربا النسيئة** তথা ঋণ বা প্রাপ্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সুদ গ্রহণ।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি কাউকে ১০০ টাকা ধার দিলেন এই শর্তে যে, দু'মাস পর সে আপনাকে ১১০ টাকা পরিশোধ করবে। প্রথম প্রকারের সাথে এ প্রকারের ভিন্নতা হল, সেখানে অতিরিক্ত গ্রহণের বিনিময় হিসেবে কিছুই নেই, আর এখানে বিনিময় হিসেবে থাকছে কিছু সময়।

এ ব্যাপারেও সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ- হে মুমিনগণ, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৮৬]

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ করার অর্থ এই নয় যে, সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে না হলে তা খাওয়া জায়েয; বরং সুদ সেটি কম হোক বা বেশি সর্বদাই তা হারাম।

❖ **ربا القرض** তথা কাউকে ঋণ দিয়ে তার বিনিময়ে কোন সুবিধা গ্রহণ করা।

যেমন ধরুন, আপনি কাউকে এক লাখ টাকা ধার দিলেন, যা সে এক বছর পর পরিশোধ করবে। এর বিনিময়ে আপনি কোনো অতিরিক্ত টাকা নিবেন না ঠিক, কিন্তু শর্ত করে নিলেন যে তোমার গাড়িটা আমাকে ব্যবহার করতে দিতে হবে। অথবা শর্ত করলেন না, কিন্তু নানাভাবে তার থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন। যা সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে বাধ্য হচ্ছে, শুধুমাত্র ঋণ নেওয়ার কারণে। এটিই হল রিবাল-করয।

যে কোনো লেনদেনে উপরোক্ত তিন শ্রেণির কোনো এক প্রকার সুদ পাওয়া যাবে সেটি নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কারণ আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ﴾

অর্থাৎ- যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুঁশ করে দেয়, এ

[৮৪] *সহীহ মুসলিম হা: ৩৯৫৬*
[৮৫] *সহীহ বুখারী হা: ২৩১২*
[৮৬] *সূরা আলে-ইমরান আয়াত: ১৩০*

শাস্তি এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতোই, অথচ ব্যবসাকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৮৭]

দুই. গ্বরার বা ধোঁকার মাধ্যমে উপার্জন করা :

গ্বরার-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الغرر: هو المجهول العاقبة

(গ্বরার হলো: এম লেনদেন যার পরিণতি অজ্ঞাত থাকে। অর্থাৎ, যে লেনদেন কোনো একপক্ষ ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৮৮]

এটিও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে দলিল হলো রসূলের বাণী,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: পাথরের টুকরো নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন।[৮৯]

তিন. জুলুম বা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করা :

যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জবরদখল কিংবা আধিপত্য বিস্তার। এ সবই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের উপার্জন নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে মূলনীতি হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ এবং তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াময়।[৯০]

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার-নীতি : শুধু হালাল উপার্জন-ই নয়; বরং, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ উপার্জনের মতো খরচের ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে বিধিবদ্ধ নিয়ম। সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে দু'টো বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

১. ইসরাফ (অপচয়) করা : শরী'য়াত কর্তৃক নিষিদ্ধ স্থানে খরচ করা, অথবা শরী'য়াত কর্তৃক বৈধ স্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করাই ইসরাফ তথা অপচয়।

২. ইক্বতার (কৃপণতা) করা : শরী'য়াত যেসব স্থানে খরচ করার নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে খরচ না করাই কৃপণতা।

সম্পদের ব্যবহারে অপচয় ও কৃপণতা পরিত্যাগ করে ইসলাম মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। সম্পদ খরচে এটিই হলো মুমিনের আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا﴾

অর্থাৎ- আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না; বরং, এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে।[৯১]

ইসলামী শরী'য়াহ সম্পদের ব্যাপারে যেসব দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, সেগুলো যদি যথাযথভাবে মান্য করা হয়, তবে পরকালে মুক্তির পাশাপাশি ইহকালেও আমরা তার সুফল নিশ্চিতরূপেই আশা করতে পারি, ইন শা আল্লাহ। কেননা, সম্পদ উপার্জন ও তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যেমন সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-ফাসাদ থেকে মুক্তি পাব, সেই সাথে দাঁড় করাতে পারব একটি শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা। ভাবছেন, বিপথগামী এ সমাজের গতিপথ কী করে পরিবর্তন করবেন? নিজ জায়গা থেকে সত্যের বীজ বপণ করে যান, একদিন দেখবেন রবের দেওয়া আলো-বাতাসে তা বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ▣▣

[৮৭] *সূরা বাকারা আয়াত: ২৭৫*
[৮৮] *মাজমুউল ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া-২৯/২২*
[৮৯] *সহীহ মুসলিম হা: ৩৭০০*
[৯০] *সূরা আন-নিসা আয়াত: ২৯*
[৯১] *সূরা আল-ফুরকান আয়াত: ৬৭*

শুব্বান পাতা

صفحة الشبان

বিদ'আত চেনার ২৩টি মূলনীতি

মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল-জীযানী ★
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : **সাব্বির রায়হান বিন আহসান হাবিব** ★

[প্রথম কিস্তি]

প্রধান তিনটি মূলনীতিকে সামনে রেখে মোট ২৩ পদ্ধতির সাহায্যে বিদ'আতকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

প্রথম মূলনীতিতে মোট ১০টি পদ্ধতির সন্নিবেশ ঘটেছে, যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রথম মূলনীতি : শরী'য়াতে বর্ণিত হয়নি এমন প্রক্রিয়ায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।

মূলনীতির ব্যাখ্যা : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

১. ইবাদতের মূল এবং ২. তার পদ্ধতি প্রমাণিত হওয়া।

ইবাদতের মূল প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ শার'ঈ দলীলের ওপর নির্ভরশীল। তবে নিম্নোক্ত উপায়ে এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। যেমন:

❖ কোনো মিথ্যা হাদীস কিংবা দলীলের অনুপযুক্ত কোনো ক্বওল বা বক্তব্য ইবাদতের ভিত্তি হওয়া।

❖ অথবা ইবাদতটি নাবী ﷺ-এর আস-সুন্নাতুত তারকিয়্যাহ [ব্যাখ্যা আসছে] বা সালাফদের আমল কিংবা শার'ঈ মূলনীতির বিপরীত হওয়া।

আর ইবাদতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই মূলগত দিকে থেকে এবং পদ্ধতিগত দিক থেকে শরী'য়াত সমর্থিত হতে হবে। তবে এ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ব্যত্যয় ঘটে থাকে, যেমন:

❖ ইবাদত মূলগত দিক থেকে শারী'য়াতসম্মত না হওয়া।

❖ অথবা কোনো পাপ কাজ করা [এ দুটি মূল]।

❖ অথবা মূলগত দিক থেকে শরী'য়াতসম্মত হলেও পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আসা; সেটা হতে পারে মুকাইয়্যাদ ইবাদতকে মুতলাক করা কিংবা মুতলাক ইবাদতকে মুকাইয়্যাদ করার মাধ্যমে।

কায়েদা ০১. রাসূল ﷺ-এর নামে বর্ণিত মিথ্যা হাদীসভিত্তিক সব ইবাদত বিদ'আত।[৯২]

উদাহরণ :

❖ বিভিন্ন সূরার ফযীলত সংক্রান্ত বানোয়াট হাদীস।

❖ সলাতুর রাগায়েব বা রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাত্রে মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে যে সলাত আদায় করা হয়।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এ পদ্ধতিটি শরী'য়াতের একটি বড় মূলনীতি থেকে উৎসারিত, আর তা হলো: ইবাদতের মূল হলো তাওকীফ বা স্থগিত, অর্থাৎ, শার'ঈ আহকাম কোনোভাবেই কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া অন্য কোনোভাবে প্রমাণিত হবে না। সুতরাং, রাসূল ﷺ-এর নামে বানোয়াট হাদীসগুলো আদতে সুন্নাহ হিসেবে ধর্তব্য নয়। এগুলো শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ার কারণে এগুলোকে ভিত্তি করে আমল করা বিদ'আত।

কায়েদা ০২. কোনো একক রায় ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে যে ইবাদত করা হয় তা বিদ'আত।[৯৩]

উদাহরণ :

❖ সূফীবাদের অসংখ্য আহকামের ভিত্তি হলো কাশফ, দর্শন ও বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াবলী। এগুলোর ওপর ভিত্তি করেই তারা হালাল-হারামের বিধান দিয়ে আসছে।[৯৪]

❖ আল্লাহ, তা'আলা বলে [আল্লাহ শব্দের সাথে কোনোপ্রকার বিশেষণ যুক্ত না করে] অথবা সর্বনাম হু হু ব্যবহার করে বিদ'য়াতী যিক্‌র করা এ দাবিতে যে, পূর্ববর্তী প্রজন্মের কেউ কেউ না কী এমনটি করার আদেশ করে গিয়েছেন।[৯৫]

❖ ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং মৃত বুজর্গ ব্যক্তিবর্গের কাছে দু'আ করা, সাহায্য চাওয়া।[৯৬]

---

[৯২] *আল-ইতিসাম, ইমাম শাতিবী (রহঃ) ১/২২৪-২৩১*
[৯৩] *আল-ইতিসাম, শাতিবী, ১/২১২-২১৯*
[৯৪] *আল-ইতিসাম, শাতিবী, ১/২১২*
[৯৫] *মাজমূউল ফাতাওয়া: ১০/৩৯৬*
[৯৬] *ঐ: ১/১৫৯*

কায়েদার ব্যাখ্যা : এ পদ্ধতিতে বিদ'আতীদের একটি উল্লেখযোগ্য আলামতের কথা বলা হয়েছে, আর সেটা হলো, 'সকল বিদ'আতী তার বিদ'আতের সপক্ষে শার'ঈ দলীল উপস্থাপন করে; চাই সেটা সহীহ হোক কিংবা য'ঈফ'। কোনো বিদ'আতী নিজেকে শরী'য়াতের গণ্ডির বাইরে গণ্য করতে নারাজ।

মোটকথা, কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত ইবাদত মাত্রই বিদ'আত। এমনকি যদি কোনো বিদ'আতী কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোনো দলীলকে উপযুক্ত মনে করে দলীল দিয়েও থাকে, তবে সেটা আদতে বিজ্ঞজনদের কাছে মাকড়সার ঘরের মতোই ভঙ্গুর।

আত-ত্বরতুশী (রহমাহুল্লাহি আলাইহি) বলেন : কোনো কাজ সমাজে ছড়িয়ে পড়লেই সেটাকে জায়েয বলা যাবে না।

তেমনিভাবে কোনো কাজ অজানা বা গোপন থাকলেও সেটাকে নিষিদ্ধ বলা যাবে না।[৯৭]

তাকলীদ বিষয়ে কিছু কথা : কিছু তাকলীদ আছে যেটাকে গর্হিত তাকলীদ বলে আখ্যা দেয়া হয়।

যেমন বাপ-দাদার তাকলীদ করা, অযোগ্য ব্যক্তির তাকলীদ করা, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তাকলীদ করা, সময়-সুযোগ থাকার পরও অপ্রয়োজনে ইজতিহাদে সক্ষম এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা, এমন ব্যক্তির তাকলীদ করা যার কথা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক।

কিন্তু যদি সাধারণ জনগণের মাঝে কেউ কোনো মুজতাহিদের তাকলীদ করে তবে সেটা গর্হিত তাকলীদের আওতাভুক্ত হব না। বরং সেটা একটি ব্যাপক আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে যেখানে, আল্লাহ বলেছেন: 'তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি না জেনে থাকো।[৯৮]

আর এ ধরনের তাকলীদ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে মুকাল্লিদকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, মুজতাহিদ ব্যক্তিটি আল্লাহর দ্বীন ও শরী'য়াতের একজন প্রচারক মাত্র আর নিঃশর্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই নির্দিষ্ট।

সুতরাং, একজন সাধারণ লোক যখন সত্যটা জানতে পারবে এবং ভিন্ন মতটাই তার কাছে অধিক প্রণিধানযোগ্য হিসেবে সুস্পষ্ট হবে তখন তার জন্য তাকলীদ করা নিষেধ।[৯৯]

কায়েদা ০৩. কোনো ইবাদতের কারণ, আবশ্যকতা বর্তমান থাকা এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকা সত্ত্বেও যদি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই ইবাদতটি বর্জন করেন তবে সেই ইবাদত করা বিদ'আত।[১০০]

উদাহরণ:

- ❖ সলাতের শুরুতে মুখে নিয়্যাত করা
- ❖ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ব্যতীত আযান দেওয়া
- ❖ সাফা-মারওয়া সায়ী করার পর সলাত আদায় করা

কায়েদার ব্যাখ্যা : আস-সুন্নাহ আত-তারকিয়্যাহর সাথে এই কায়েদার সম্পৃক্ততা রয়েছে। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে আস-সুন্নাহ আত-তারকিয়্যাহ বলা হয়। এটা দু'ভাবে জানা যায়।[১০১]

ক. কোনো সাহাবী (রাঃ) যদি এভাবে বলে থাকেন যে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুক অমুক কাজটি করেননি; যেমন হাদীসে এসেছে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযান ও ইক্বামাত ছাড়াই ঈদের সলাত আদায় করেছেন।

খ. সাহাবীগণ কর্তৃক রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন কোনো কাজের কথা বর্ণিত না হওয়া, যে কাজটি যদি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করতেন তবে তাদের (সাহাবীদের) সকলের অথবা অধিকাংশের অথবা কোনো একজনের মাঝে সেটা বর্ণনা করার আগ্রহ দেখা যেত। কিন্তু আদৌ এমনকিছু বর্ণিত হয়নি। যেমন:

- ❖ সলাতের শুরুতে মৌখিক নিয়্যাত করা।
- ❖ সকাল-বিকাল ফরয সলাতের পর মুসল্লিদের দিকে ঘুরে দুআ করা এবং আমীন বলা।

মোটকথা, একজন মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা করেছেন এবং যা করেননি, উভয়টিই সমানভাবে অনুসরণ করা।

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কাজ না করার বিষয়টি তিনটি অবস্থা থেকে খালি নয়;

---

[৯৭] *আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদা, আত-ত্বরতুশী: ৭১*
[৯৮] *সূরা আন-নাহল আয়াত: ৪৩*
[৯৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২২/২৪৯*
[১০০] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২৬/১৭২*
[১০১] *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন, ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ: ৪/২৬৪*

ক. হয়ত কাজটি করার কোনো প্রয়োজন পড়েনি; যেমন যাকাত দানে অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়টি। নাবী ﷺ কাজটি করেননি, কিন্তু এই না করা-টি সুন্নাত নয়। [অর্থাৎ, তাদের সাথে বরং যুদ্ধ ঘোষণা করা সুন্নাহ]

খ. অথবা হয়ত কাজটি করার পরিস্থিতি তৈরি হলেও প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে তিনি ﷺ কাজটি করেননি। যেমন, নাবী ﷺ রমাদান মাসের কিছুদিন জামা'আত করে কিয়াম করেছিলেন, কিন্তু উম্মাতের ওপর ওয়াজিব হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় পরবর্তীতে এটা আর করেননি। এই না করাটিও সুন্নাত নয়।

গ. অথবা হয়ত কাজটি করার পরিস্থিতি ছিল এবং কোনো প্রতিবন্ধকতাও ছিল না; এই না করা-টি সুন্নাহ। যেমন, নাবী ﷺ তারাবীহর সলাতের জন্য আযান দেননি।

কায়েদা ০৪. সালফে সালেহীন (সাহাবী, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন) যে ইবাদত নিজে করেননি অথবা নিজ গ্রন্থে স্থান দেননি অথবা সঙ্কলন করেননি অথবা ইলমি বৈঠকে উপস্থাপন করেননি; এই ইবাদতটি তখনই বিদ'আত হবে যদি ইবাদতটি করার চাহিদা থাকে এবং প্রতিবন্ধকতা না থাকে।[১০২]

উদাহরণ :

❖ সলাতুর রাগায়েব; আল্লামা ইয বিন আব্দুস সালাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'সলাতুর রাগায়েব বিদ'আত হওয়ার অন্যতম একটি দলীল হলো, সাহাবী, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন কিংবা শরী'য়াত নিয়ে যারাই কোনকিছু সঙ্কলন করেছেন কারো থেকেই এ সলাতের প্রামাণিকতা বর্ণিত হয়নি। তারা বিষয়টি নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি, এমনকি ইলমি বৈঠকেও উল্লেখ করেননি। অথচ তাদের মাঝে মানুষকে শেখানোর যে চরম উৎসাহ ছিল তা বর্ণনাতীত।

❖ কোনো দিবস উপলক্ষ্যে মাহফিল ও উৎসব অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। কারণ, উৎসব শরী'য়াতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, এক্ষেত্রে ইত্তিবা আবশ্যক, ইবতিদা নয়।

কায়েদার ব্যাখ্যা : উল্লিখিত কায়েদার উৎস : হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) যেই ইবাদত করেননি, তোমরা তা করো না। কারণ, প্রথম প্রজন্ম পরবর্তী উম্মাতের জন্য কোনো মাক্বাল (কথা বলার সুযোগ) রাখেননি। তোমরা সেই পূর্ববর্তীদের পথের অনুসরণ করো।[১০৩]

মালিক বিন আনাস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম যা দিয়ে সফল হয়েছে তা অবলম্বন করা ব্যতীত উম্মাতের শেষ প্রজন্ম সফল হতে পারবে না'।[১০৪]

এই কায়েদাটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কায়েদার সকল নিয়ম-কানুন, শর্তাবলী প্রযোজ্য। কারণ দুটোর সূত্র মূলত একই। এক্ষেত্রে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (জানা উচিত): এ উম্মতের ক্ষেত্রে যদি কোনো ইবাদত করার যৌক্তিকতা দেখা দেয় তবে সেই ইবাদতটি নাবী ﷺ-এর পক্ষে সম্পাদন করা আরো বেশি যৌক্তিক। কারণ, তিনি উম্মাতের মাঝে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী। সালফে সালেহীনদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'নাবী ﷺ একটি কাজ করেননি, কিন্তু যদি সেটা শরী'য়াতে থাকতো তবে তিনি হয়ত করতেন অথবা অনুমতি দিতেন এবং তার পরবর্তী খলীফা সাহাবীগণ করতেন; এ ধরনের কাজ করা বিদ'আত ও ভ্রষ্টতা। এক্ষেত্রে ক্বিয়াস করাও নিষিদ্ধ।[১০৫]

কায়েদা ০৫. শরীয়তের মূলনীতি ও মাকসাদ-বিরোধী প্রতিটি ইবাদত বিদ'আত।[১০৬]

উদাহরণ:

❖ কেউ কেউ মনে করে যে, যিক্‌র-আয্‌কার, দু'আ ইত্যাদির ভিত্তি হলো ইলমুল হুরুফ।

(ইলমুল হুরুফ হলো আরবি সংখ্যাতত্ত্বের একটি প্রক্রিয়া, যেখানে আরবি অক্ষরের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাসূচক মান দ্বারা কুরআনের শব্দাবলীর মান নির্ণয় করা হয়। এর মাধ্যমে সাধারণত শব্দের লুকানো বার্তা উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়।[১০৭]

❖ দুই ঈদের সলাতের জন্য আযান দেয়া। নফল সলাতের জন্য কোনো আযানের বিধান নেই। আযান শুধুমাত্র ফরয সলাতের জন্য নির্দিষ্ট।

---

[১০২] *আল-বায়েস আলা ইনকারিল বিদা ওয়াল হাওয়াদিস, আবূ শামাহ আল-মাকদিসী: ৪৭*

[১০৩] *সহীহ বুখারীতে অনুরূপ: ৭২৮২*

[১০৪] *ইক্বতিদাউ আস-সিরাতিল মুসতাকীম, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২/২৪৩*

[১০৫] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ২৬/১৭২*

[১০৬] *আল-ইতিসাম, শাত্বিবী: ১/৪৯৬*

[১০৭] *সূত্র: উইকিপিডিয়া*

❖ সলাতুর রাগায়েব। এ সলাত কয়েকভাবে শরী'য়াতের মূলনীতির বিপরীত,

ক. নাবী ﷺ জুমু'আর রাতকে ক্বিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

খ. সলাতুর রাগায়েবের পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যক্তির সলাতে স্থিরতা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, একাধিক তাসবীহ, প্রতি রাক'আতে সূরা কদর ও ইখলাসের সংখ্যা গুণতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই হাতের আঙ্গুলের সাহায্য নিতে হয়।

এর মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের মাকসাদ বা উদ্দেশ্য জানা এবং মূলনীতি আয়ত্ত করার গুরুত্ব প্রতীয়মান হচ্ছে।

কায়েদা ০৬. শরী'য়াতে উল্লেখ নেই এমন সামাজিক রীতিনীতি কিংবা মু'আমালাত, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা হয়, সেগুলো বিদ'আত।[১০৮]

উদাহরণ:

❖ইবাদতের উদ্দেশ্যে পশমের কাপড় পরিধান করা।[১০৯]

❖ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক নিরব থাকা অথবা রুটি, গোশত খাওয়া কিংবা পানি পান করা থেকে বিরত থাকা অথবা সারাক্ষণ সূর্যের নিচে থাকা এবং ছায়া গ্রহণ না করা।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এ কায়েদাটি ঐ সকল সামাজিক রীতিনীতি ও মু'আমালাতের সাথে নির্দিষ্ট যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাওয়া হয়। এখানে দু'ভাবে বিদ'আত এসে থাকে;

১. মূলগত এবং ২. পদ্ধতিগত।

এ কারণে এ কায়েদার অধীনে আলোচিত সকল উদাহরণই বিদ'আহ হাকীকী বা নিরেট বিদ'আতের শ্রেণীভুক্ত, যেগুলোর জুমলাতান ওয়া তাফসীলান (সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে) কোনো ভিত্তি কিংবা দলীল নেই।

তবে এই সামাজিক রীতিনীতি ও মু'আমালাত-গুলোই আবার ইবাদতে পরিণত হয়, যখন এগুলোর সাথে বিশুদ্ধ নিয়্যাত অথবা সৎ কাজ করার নিয়্যাত যুক্ত হয়। তখন এগুলোকে বিদ'আত বলা হবে না।

যেমন একটি হাদীস, 'আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তুমি যা কিছুই খরচ কর তার উপর তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি, সে লোকমাটির বদৌলতেও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে।"[১১০]

ইবনে রজব হাম্বলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'কেউ যদি এমন কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চায় যা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেননি তবে তার আমল বাতিল এবং প্রত্যাখ্যাত।[১১১]

কায়েদা ০৭. আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন এমন কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা বিদ'আত।[১১২]

উদাহরণ :

❖ গান শোনা অথবা নাচানাচি করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।[১১৩]

❖ কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এ উদাহরণটিতে বিদ'আতের তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়।

কায়েদার ব্যাখ্যা : পূর্বের কায়েদাটির ন্যায় এটাও মূলগত ও পদ্ধতিগত দিক থেকে বিদ'আত। সুতরাং, এটাও বিদ'আহ হাকীকী বা নিরেট বিদ'আত। কিন্তু বিগত কায়েদাটি সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে, আর এটি নিষিদ্ধ কার্যাবলী ও পাপকাজের ক্ষেত্রে।

ইমাম শাতিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'প্রত্যেক নিষিদ্ধ ইবাদত আসলে ইবাদত নয়। যদি ইবাদত হতোই তবে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করতেন না। এরপরও যদি কেউ এগুলো করে তবে সে নিষিদ্ধ কাজ করল।

আর যদি কেউ এগুলোকে ইবাদত মনে করেই করে বসে তবে সে বিদ'আতী।[১১৪]

কায়েদা ০৮. সুনির্ধারিত পদ্ধতি সম্বলিত ইবাদতের পদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা বিদ'আত:

এ কায়েদার অধীনে কিছু পদ্ধতি:

১. সময়ের পরিবর্তন; যেমন যুলহিজ্জাহর প্রথম দিন কুরবানি করা।

---

[১০৮] *আল-ইতিসাম, শাত্বিবী*
[১০৯] *মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ১১/৫৫৫*
[১১০] *সহীহ বুখারী হা: ১৪০৯*
[১১১] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী: ১/১৭৮*
[১১২] *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলী: ১/১৭৮*
[১১৩] *(দেখুন, মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ: ৩/৪২৭*
[১১৪] *আল-ইতসাম: ১/৫১২*

২. স্থানের পরিবর্তন; যেমন মসজিদ ব্যতীত ভিন্ন জায়গায় ই'তিকাফ করা।

৩. জাতগত পরিবর্তন; যেমন ঘোড়া দিয়ে কুরবানি করা

৪. পরিমাণ পরিবর্তন; যেমন ষষ্ঠ ওয়াক্ত সলাত বৃদ্ধি করা

৫. পদ্ধতি পরিবর্তন; যেমন অজুর ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন করা

কায়েদার ব্যাখ্যা : একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিকে ভিত্তি করে এ কায়েদাটি দাঁড়িয়ে আছে; আর তা হলো-

ইবাদতের ক্ষেত্রে শরী'য়াতের উদ্দেশ্য দুটি বিষয়ের অনুসরণ ব্যতীত বাস্তবায়িত হবে না:

ক. বিশুদ্ধ দলীলের মাধ্যমে ইবাদতের ভিত্তি/মূল প্রমাণিত হওয়া

খ. মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত) অথবা মুতলাক (শর্তবিহীন/সাধারণ), যেকোনোভাবে ইবাদতের পদ্ধতি প্রমাণিত হওয়া।

কায়েদা ০৯. যে সকল ইবাদত কোনো আম (ব্যাপক) দলীল দ্বারা প্রমাণিত, এমন ইবাদতকে কোনো নির্দিষ্ট সময় অথবা স্থানের সাথে বিনা দলীলে শরীয়তের উদ্দেশ্য মনে করে শর্তযুক্ত করা বিদ'আত।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এ কায়েদাটি ঐ সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো মৌলিকভাবে প্রমাণিত, কিন্তু পদ্ধতিতে নতুনত্ব নিয়ে আসা হয়েছে।

উদাহরণ : কোনো মর্যাদাপূর্ণ দিনকে নির্দিষ্ট ইবাদত দিয়ে বিশেষিত করা; অর্থাৎ, অমুক দিনে এতো রাক'আত সলাত পড়া বা সদাকাহ করা। অথবা নির্দিষ্ট কোনো রাতকে নির্ধারিত রাক'আত সলাত কিংবা কুরআন খতম করে বিশেষায়িত করা।

কায়েদা ১০. ইবাদতের নির্ধারিত পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং ইবাদত পালনে কড়াকড়ি করা।[১১৫]

উদাহরণ :

❖ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাত্রে না ঘুমিয়ে সারারাত ধরে কিয়াম করা।

❖ সারা বছর টানা রোযা রাখা।

❖ বিবাহ না করা

❖ হজ্বের সময় জামরাতে বড়ো বড়ো পাথর নিক্ষেপ করা এই যুক্তিতে যে, এগুলো তো কঙ্কর থেকেও ছোটো।

কায়েদার ব্যাখ্যা : এ কায়েদাটির ভিত্তি হলো নিম্নবর্ণিত হাদীস, আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল রাসূল ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূল ﷺ-এর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হল, তখন তারা এ ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা রাসূল ﷺ-এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তার আগে ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর রোযা পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব-কখনও শাদী করব না।

এরপর রাসূল ﷺ তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশি আনুগত্যশীল; অথচ আমি রোযা পালন করি, আবার রোযা থেকে বিরতও থাকি। সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে-শাদী করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।[১১৬]

উপরের হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি সাধারণত দুটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে:

ক. ইবাদতের ক্ষেত্রে; যার ফলে ব্যক্তি এমন ইবাদতকে ওয়াজিব ও মুসতাহাবের কাতারে ফেলে দেয় যা আসলে ওয়াজিব কিংবা মুসতাহাব নয়।

খ. তায়্যিবাতের (বৈধ হালাল বস্তুর/বিষয়ের) ক্ষেত্রে; যার ফলে ব্যক্তি এমন কাজকে হারাম ও মাকরূহের কাতারে ফেলে দেয় যা আসলে মাকরূহ কিংবা হারাম নয়। (সংক্ষেপিত) *(চলবে ইনশা-আল্লাহ)*

[১১৫] *আহকামুল জানায়েয: ২৪২*

[১১৬] *সহীহ বুখারী হা: ৫০৬৩*

কবিতার সমাহার

তোমার দান

মোঃ গিয়াস উদ্দিন[*]

হে প্রভু, এমন ভয় তুমি কর মোরে দান,
যেন কখনো না হই তোমার নাফরমান।

এমন আনুগত্য তুমি আমাকে কর দান,
যার বদৌলতে পাই বেহেস্তেরই সন্ধান।
এমন একিন নসীব কর, হে দয়াময়,
দুনয়ার বিপদ সহ্য করা সহজ হয়।

যতদিন বেঁচে থাকি সুস্থ রাখ মোর আঁখি,
সুস্থ রাখ শ্রবণেন্দ্রিয়, অস্থিমজ্জা, দেহ-পাখি,
সারাক্ষণ যাতে করে যাই তোমার স্মরণ
হে প্রভু, তোমার কাছে মোর এই নিবেদন।

যারা যুলুম করে তাদের কর প্রতিহত,
জয়ী কর মোদের শত্রুকে কর পরাজিত।
দ্বীনের উপর দিওনাকো কোন মুসিবত,
দাও মোদের তোমার অফুরন্ত রহমত।

এ দুনিয়ায় আমরা ক্ষণিকের মেহমান,
তাই, যিকির করি, গাই প্রভুর জয়গান,
দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় থাকি যে বিভোর,
তোমার দয়া ছাড়া প্রভু উপায় নাই মোর।

এমন কাকেও তুমি করোনা কর্তৃত্ব দান,
যার নাই কোন ভালোবাসা, করে অপমান।
হে আল্লাহ, দয়া কর মোরে তুমি দয়াবান,
তোমার দয়া অসীম, তব সৃষ্টির সমান।

দুনিয়ার জ্ঞান গরিমা আর চিন্তা-ভাবনা
না হয় যেন আমাদের আসল বাসনা।
এ জীবন শুধু তোমার তরে, হে দয়াময়;
শক্তি দাও ধ্বজা তব উচ্চ করি বিশ্বময়।

প্রতিদান

মো: শফিকুল ইসলাম[*]

তারাই কাঁদে যারা বাঁধে
কথার গিট পাকানী,
চোখ ভরে জলে বক্ষ জ্বলে
থাকে সদা পরধ্যানী।

[*] সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক (টাংগাইল জেলা শুব্বান ।
[*] ৭০২ ইব্রাহীমপুর, ঢাকা।

الأبيات الشعرية

পরের নিন্দা করে জিন্দা
অসার কথা ছলে,
কভু নাহি ভাবে এই সোনা ভবে
কার ইশারায় চলে।
একের সংগে রণেভংগে
অন্যের বিবাদ রচে,
কার কত দোষ কার নাহি হুশ
একলা আপন যাচে।
মানব মনে যাতনা আনে
বহ্নি জ্বালায় হিয়ে,
যুগ যুগ ধরে কেঁদে কেঁদে মরে
পরকে জ্বালা দিয়ে।
করলে দান হয় প্রতিদান
অবশেষে যখন বুঝে,
নিজ কর্মে মর্মে মর্মে
কেঁদে মরে মুখ বুজে।

পরিচয়

মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম সেলিম[*]

গরীব ঘরে জন্ম আমার
নেইতো ভিটাবাড়ি,
ভালো কথা বললে পরে
দেয় যে সকলে আড়ি ।

হালাল পথে আয় করা
বড়োই কঠিন কাজ,
হারাম পথে উপার্জনে
নেই যে কোনো লাভ ।

কী হবে অবৈধ অট্টালিকা গড়ে
হবে কি বিলাসিতা জীবনযাপন
মৃত্যুর পরে যদি করে মোরে
জাহান্নাম স্থায়ীভাবে বরণ?

গরীব আমি হতে পারি
ভিক্ষুক তো নই বটে
দ্বীনের পথে অটুট থেকে
চলবো হকের পথে, আমীন!

[*] এম. এ. গালিব ট্রেডার্স, দিনাজপুর ।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) ঃ *প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে হওয়া উচিৎ। এর তাৎপর্য কী?*

খাইরুল ইসলাম, চাটখিল, নোয়াখালী।

উত্তর ঃ ইখলাস হল নবী-রসূলগণের *(আলাইহিমুস সালাম)* দাওয়াতের চাবি-কাঠি এবং দীন ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিষয়, যার বাস্তবায়ন সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে একান্তই আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾

বল, আমি আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁরই জন্য আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে।[১] আল্লাহ আরো বলেছেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে।[২] আর ইখলাস হল, আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। কেননা, দু'টো শর্তবিহীন কোনো আমল কবুল হয় না। (১) আলম বিশুদ্ধভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। (২) রাসূল ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হতে হবে।[৩]

আল্লাহর নিকট মানুষের দু'আ কবুল হওয়ার জন্যও পূর্বশর্ত হল ইখলাস। আল্লাহ বলেন:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তাঁর উদ্দেশে দীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে।[৪]

অতএব, ইখলাস মানুষের সকল আমল ও দু'আ কবুল হওয়ার জন্য শর্ত, যা ছাড়া আমল ও দু'আ কবুল হয় না। তাই প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে হওয়াই উচিৎ।

[১] *সূরা যুমার আয়াত: ১৪*
[২] *সূরা আল বাইয়্যেনাহ আয়াত: ৫*
[৩] *মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাসীর পৃ: ৩২৭ দ্র: ও মাদারেজুস্-সালেকীন-২/৯৩*
[৪] *সূরা গাফির আয়াত: ১৪*

প্রশ্ন (২) ঃ *তাকওয়ার অর্থ কী এবং মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?*

আবুল মিয়া, সিংড়া, নাটোর

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে অসংখ্যবার তাকওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার রসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বেশি বেশি তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং তাকওয়া অর্জন এবং সে অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের জীবন-যাপন করা একান্তই আবশ্যক। কেননা, মানুষের ইহলৌকিক ও পরকালীন কল্যাণ, সফলতা, মান-সম্মান, বরকত, এবং সাহায্য সবই অর্জিত হয় তাকওয়ার বিনিময়ে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন।

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।[৫] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, (যার ভাবার্থ এই যে,) মানুষের সম্মান ও মর্যাদা, আরব-অনারব, সাদা-কালোর ভিত্তিতে নয়, বরং তা হয় তাকওয়ার প্রেক্ষিতে।[৬]

তাকওয়ার বদৌলতে আল্লাহ প্রদত্ত বরকত লাভ করা যায় এবং আল্লাহ এর দ্বারা আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে দেন ও মানুষের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

আর যদি জনপদবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম।[৭]

[৫] *সূরা আল হুজুরাত আয়াত: ১৩*
[৬] *আহমাদ-৫/৪১১*
[৭] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ৯৬*

জান্নাতের মহা সফলতাও একমাত্র তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই। আল্লাহ বলেন:

﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

আর আখিরাত তো তোমার রবের নিকট মুত্তাকীদের জন্য।[৮] অতএব, একজন মানুষের তাকওয়া অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করা একান্তই জরুরি বিষয়।

প্রশ্ন (৩) ঃ *একজন মুসলিমের মু'মিন হওয়া কি জরুরি?*

আতাউর রহমান, শালিখা, মাগুরা

উত্তর ঃ হ্যাঁ একজন মানুষকে শুধু মুসলিম হলে হবে না। সার্বিক সফলতা বিশেষ করে পরকালীন কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য মু'মিন এবং মুত্তাকিও হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

আর যদি জনপদবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম।[৯]

আল্লাহ আরো বলেন:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তবে যারা ঈমান এনেছে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়)।[১০]

সুতরাং একজন মানুষের সার্বিক কল্যাণ, সফলতা তথা মুক্তির জন্য শুধুমাত্র ইসলাম যথেষ্ট নয়। বরং ঈমান আনা তার জন্য আবশ্যক। কারণ, ইসলাম হল আত্মসমর্পণ করার নাম আর ঈমান হল শরীয়তের বিধানাবলী বাস্তবায়নের নাম। আল্লাহর বাণী:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

বেদুঈনরা বললো, আমরা ঈমান আনলাম। বল, তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।[১১] এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, যে কোনো মানুষ মুসলিম হতে পারে, কিন্তু মুমিন নয়। অথচ সার্বিক সফলতা হল মুমিনদের জন্য। আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে।[১২]

অতএব ইহলৌকিক ও পরকালীন সফলতা পেতে হলে সকলকে মুমিন হতে হবে।

প্রশ্ন (৪) ঃ *কোন ধরনের মৃত্যুকে শহীদ বলা যাবে?*

জনাব, সৌরব আলী-আমতলী, বরগুনা

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ﴾

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত।[১৩]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করে মৃত্যবরণ করে তারা হল শহীদ। এছাড়া হাদীসের ভাষায় শহীদের বর্ণনায় এসেছে:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, কোন ব্যক্তি গনীমতের সম্পদ লাভের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধতা অর্জন করার জন্য এবং আরেক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য জিহাদে শরীক হলো। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা বুলন্দ রাখার উদ্দেশে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।[১৪]

---

[৮] *সূরা যুখরুফ আয়াত: ৩৫*
[৯] *সূরা আ'রাফ আয়াত: ৯৬*
[১০] *সূরা আসর আয়াত: ২,৩*
[১১] *সূরা আল হুজুরাত আয়াত: ১৪*
[১২] *সূরা আল মুমিনুন আয়াত: ১*
[১৩] *সূরা বাকারা আয়াত: ১৫৪*
[১৪] *সহীহ বুখারী হা: ২৬৫৫, সহীহ মুসলিম হা: ৫০২৯*

আরো একটি হাদীসের ভাষায় যাদেরকে শহীদ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা হলো:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষায় নিহত হয় সে শহীদ। যে তার পরিবার-পরিজন রক্ষায় নিহত হয়, যে নিজকে রক্ষা করার জন্য এবং দিনকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ।[১৫] অন্য একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন:

الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ

আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের- তাউনে (মহামারীতে) মৃত ব্যক্তি শহীদ, যে ডুবে মরেছে সে শহীদ, পর্দার প্রদাহজনিত রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি শহীদ, যে পুড়ে মরেছে সে শহীদ, কোনো কিছু চাপা পড়ে যে মরেছে সে শহীদ এবং অন্তঃসত্ত্বায় মৃত মহিলা শহীদ।[১৬]

এ সকল দলীলের প্রেক্ষিতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর দীনকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে যে জিহাদ করার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করে সেই প্রকৃত শহীদ। আর অন্যান্যরা শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। পক্ষান্তরে যারা এমনিতেই মারামারি, কাটাকাটি এবং হানাহানি করে মৃত্যুবরণ করবে তারা শহীদ হতে পারে না।

☞ প্রশ্ন (৫) ঃ ***শবে বরাত-এর নামে কোনো অনুষ্ঠান করা, রাতে সালাত আদায় করা এবং পরের দিন সিয়াম পালন করার কোন বিধান আছে কি?***

সিরাজুল ইসলাম মিয়াজী, বেলাবো, নরসিংদী

উত্তর ঃ শবে বরাত নামে কোনো শব্দ কুরআন-সুন্নাহ্র কোথাও বর্ণিত হয়নি, কাজেই এ নামকরণটিই সঠিক নয় এবং এ নামে কোনো অনুষ্ঠান পালন করার কোন দলীলও কুরআন-সুন্নাহ্য় পাওয়া যায় না। অতএব শবে বরাত নামে অনুষ্ঠান করে হালুয়া-রুটি খাওয়া বা বিতরণ করা, রাতে সালাত আদায় করা এবং পরদিন সিয়াম পালন করা সম্পূর্ণ বিদ'আত। কারণ, এর কোনো প্রচলন রসূল ﷺ-এর যুগে অথবা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগে তথা ইসলামের সোনালী অধ্যায়ে এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আর যে কাজ রসূল ﷺ করেননি এবং বলেননি তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

আমার এই দীনের মধ্যে যে নতুন কিছু যুক্ত করবে তা প্রত্যাক্ষাত।[১৭] এ মর্মে শাইখ বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان....الخ.

কিছু সংখ্যক লোক শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাতে যে অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এবং পরের দিন খাস করে সিয়াম পালন করার এমন কোনো দলীল নেই, যার ওপর নির্ভর করা যায়। আর ঐ রাতে সালাতের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে, সবই বানোয়াট।[১৮]

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রাহী? তাহলে আজই সংগ্রহ করুন এবং নিয়মিত পাঠক করুন-বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত "মাসিক তর্জুমানুল হাদীস" ও "সাপ্তাহীক আরাফাত"- যাতে রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা:

ফাতাওয়া বিভাগ

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৭৯/ক/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী-১২০৪।

ই-মেইল: tarjumanulhadeethbd@gmail.com

[১৫] *আবূ দাউদ হা: ৪৭৭২*

[১৬] *মুয়াত্তা মালেক*

[১৭] *সহীহ মুসলিহ হা: ১৭১৮*

[১৮] *ফাতাওয়া আম্মাহ লি-উম্মিল উম্মাহ-পৃ: ৫৭*